প্রথম সংস্করণ

দুই টাকা

গ্রন্থকারের পক্ষে শ্রীঅসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৪৩, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত।

দেহের দাবী বড় কি 'প্রাণের দাবী' বড়—এই প্রশ্নটাই আমার বর্ত্তমান নাটকের নায়িকা অচলা সমাজের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। দৈহিক অভিব্যক্তির মূল, প্রাণের মনন বা ইচ্ছাশক্তি—ইহাই দার্শনিক তত্ত্ব। দেহ জড়—জড়ের কোনো স্বাধীনতা নাই। তাহার পুষ্টিও প্রচার সীমাবদ্ধ। আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত দেহকে প্রকৃতির অত্যাচারের কবল হ'তে রক্ষা করবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। জরা-মৃত্যুর বিকার তাকে মানতেই হবে। কত দেহ নষ্ট হ'য়ে গেছে, কিন্তু মানুষের প্রাণ-শক্তি অবিচ্ছিন্ন—চিন্তাধারাও অব্যাহত।

মুক্ত মনের স্বাধীনতা যে কতদূর প্রসারিত হতে পারে—যুগে যুগে অতিমানবগণ তা' দেখিয়েছেন। দেহ আধার, প্রাণ বা মন তার আধেয়। আধেয় বস্তুটিকে হারিয়ে—শুধু আধারকে মেজেঘষে রূপ-সাধনের চেষ্টা—নিঃস্বতার লজ্জাকেই বাড়িয়ে তোলে।

একটা সজীব সমাজের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভূত হয়, তার সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মনের প্রসারতার মধ্যে। সেখানে দেহ ও মনের প্রাধান্য নিয়ে বিরোধ বাধ্‌লে—কখনই 'প্রাণের দাবী' উপেক্ষিত হয় না। কি সমাজ নৈতিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক, সব ক্ষেত্রেই একথা বলা চলে—'যে-কোনো মুক্তি-কামীকে কল-কব্‌জা আর গোলাবারুদ দিয়ে ঘিরে রাখা অসম্ভব—যদি সেই মুক্তি-কামনার মধ্যে জাগে সত্যকার অনুভূতি—'প্রাণের দাবী' নিয়ে।

আজকালকার হিন্দু-সমাজে সবচেয়ে বেশী প্রাণহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়—নারীজাতির দৈহিক মর্য্যাদা-বোধ বা সতীধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যার মধ্যে। প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলি নারী-নিগ্রহের যে করুণ-কাহিনী বহন

ক'রে আনে—নির্ম্মম পুরুষ যেখানে পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে নারীকে আক্রমণ করে—দুর্ব্বল নারীর পক্ষে সেখানে আত্মরক্ষার উপায় কি? নারীকে রণরঙ্গিণী করে তুললেও তো সে সমস্যার মীমাংসা হবে না? আত্মরক্ষার জন্যে অত্যাচারিত যতখানি প্রস্তুত হতে পারে—আক্রমণের জন্যে, অত্যাচারীর প্রস্তুতিও হতে পারে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। দৈহিক প্রতিযোগিতায় পুরুষের কাছে নারীর পরাজয় অনিবার্য্য হলেও, তার 'প্রাণের দাবী' অগ্রাহ্য হবে কেন? নাবিকের দিক নির্ণয়-যন্ত্রের মত নারী-মন যতক্ষণ কোনো ধ্রুব-লক্ষ্যে অবিকম্পিত থাকবে, ততক্ষণ তার শুচিতাকে অস্বীকার করার অধিকার কোনো সমাজের নেই। কেন হবে না সেই নারী, প্রাতঃস্মরণীয়া, মহাপাতকনাশনা পঞ্চ-কন্যার মতই সতীত্বের গৌরবে আরও উজ্জ্বল, আরও পবিত্র? অতএব নারীধর্ম্মের মূল কথা 'প্রাণের দাবী'—দেহের বিকার নয়। দেহাতীতা অচলার জীবন-কাহিনী রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ক'রে, আমি তার প্রাণের দাবীকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি।

'প্রাণের দাবী' সাগ্রহে গ্রহণ করে, মনোমোহন-থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন। তজ্জন্য তাহাদিগকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠনট শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয় এই নাটকখানিকে রূপদানের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং নিজেই শ্রেষ্ঠাংশে অবতীর্ণ হ'য়ে, ইহাকে যে ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন—তজ্জন্য আমি তাঁর কাছে অশেষ ঋণী। অন্যান্য নট-নটী যাঁরা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

—এই ভূমিকা সন্ ১৩৩৬ সালে লেখা। নির্ম্মলেন্দু এখন স্বর্গীয়। একুশ বছর আগে যৌবনের উদ্দীপনা নিয়ে যে নাটকখানি লিখেছিলাম, আজ বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে, তাকে একটু সংস্কার করতে বাধ্য হয়েছি প্রকাশকের অনুরোধে।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধিতা আজ সমাজজীবনে যে গ্লানিজনক বিপর্য্যয় ডেকে এনেছে—নারী-নিগ্রহের ইতিহাসই বোধ হয় সে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী মর্ম্মান্তিক। পাঞ্জাব ও বাংলার গৃহহারা অসহায় মেয়েদের ফিরিস্তি—মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দেখ্‌তে পাই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের সংখ্যানুপাতিক আদান-প্রদানের কথাও শুন্‌তে পাই। এই সব নির্য্যাতিতা মা-বোনরা স্বামী-পুত্রের কাছে আবার সাদর আহ্বান পাচ্ছেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার 'প্রাণের দাবী'র কত 'অচলা' যে আজ পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছেন—তাই বা কে জানে?

রঙ্গমঞ্চে 'প্রাণের দাবী'র অভিনয়—প্রয়োজন একুশ বছর পূর্ব্বের চেয়েও আজ অনেক বেশী অনুভূত হচ্ছে। তাই, নাটকখানি নূতন ক'রে লিখ্‌লাম। এই সংস্করণে মূল-সমস্যাটিকে আরও বেশী পরিস্ফুট করে তুলেছি বলেই মনে হয়।

ইতি—

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গ

শুচিবাইগ্রস্তা—মা আমার।

তোমার মুখে তো সব সময় কেবল—'ছুঁস্‌নে! ছুঁস্‌নে!'

এই অবাধ্য ছেলে তার 'প্রাণের দাবী' নিয়ে তোমার পবিত্র পা-ছু'খানি ছুঁয়ে দিচ্ছে। ভয় কি মা! একবার গঙ্গাস্নান করলেই তো দোষ কেটে যাবে?

সেবক—জলধর।

পাত্র-পরিচয়

কেশব

একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি পরিবারবর্গের নিকট স্নেহ-প্রবণ ও সহৃদয় ছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্যে অত্যন্ত কঠোর। প্রাণাধিক পত্নীর প্রতি যে হৃদয়হীনতার পরিচয় আছে, তাহা তাহার সহজাত নহে—শাস্ত্রজ্ঞ ভগ্নিপতির মনস্তুষ্টি ও সমাজ বা সমষ্টির হিতার্থে ব্যষ্টির ত্যাগবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। পত্নীপ্রেমে আচ্ছন্নহৃদয়ে নিজের যে দুর্ব্বলতা লুকাইয়াছিল তাহাকে অস্বীকার করিয়া একটা কল্পিত সবলতার মধ্যেই তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলে, ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বই কেশব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শশাঙ্ক

কেশবের কনিষ্ঠ সহোদর। জ্যেষ্ঠের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ও ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন। শাস্ত্র ও সমাজ-শৃঙ্খলার নামে তাহার মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার প্রতি কেশবের অবিচারকে ক্ষমা করিতে অসমর্থ। অন্যদিকে কেশবের এই হৃদয়হীনতার মূলে, যে ভগ্নিপতির সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া—সমাজদ্রোহী।

রামরূপ

কেশব ও শশাঙ্কের ভগ্নিপতি। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। প্রথম জীবনে কেশব অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ-বন্ধনের প্রতি তাহার বিশেষ আস্থা ছিল—তাই রামরূপের ন্যায় একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে

ভগ্নি-সম্প্রদান করেন। কালে শশাঙ্কের আধুনিক উচ্চশিক্ষার ফলে ও কেশবের আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের উপর পাশ্চত্য সভ্যতার প্রভাব আসিয়া পড়ে। তখন পাশ্চত্যের গোঁড়া শশাঙ্ক এবং প্রাচ্যের গোঁড়া রামরূপ এই দুই পণ্ডিতের মধ্যে খুঁটী-নাটি লইয়া অত্যন্ত মতবিরোধ ও শ্যালক-ভগ্নিপতি সম্পর্কের সুযোগে উভয়ের মধ্যে রঙ্গ-ব্যঙ্গের কশাঘাত চলিতে থাকে। রামরূপ বিপন্ন হইয়া পড়েন। কেশব উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টাই করিতেন, কিন্তু শশাঙ্ক যখন তাহার বৌদির প্রতি কেশবের অবিচারের কথা জানিল—তখন হইতে সে চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। রামরূপের প্রতি শশাঙ্কের আক্রমণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। রামরূপ অপ্রস্তুত হইয়াও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। তাই তাহার চরিত্র-সহানুভূতির অভাবে একটু ম্লান।

ভোলা পাগ্‌লা

প্রথম জীবনে রত্নাকর দস্যুর মতই উচ্ছৃঙ্খল। পরবর্ত্তী জীবনে মহর্ষি বাল্মিকীর মতই সাধু সজ্জন। স্পষ্টভাষিতা ও সংকল্পের দৃঢ়তাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট। অচলার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

মদন

একটা মাতাল। কেশবের সাধ্বী স্ত্রী নির্ম্মলাকে, পতিতাজ্ঞানে রক্ষিতারূপে গ্রহণ করিতে অত্যন্ত লালায়িত।

বিনয়

এক কথায়, একটা বদলোক। মদনও অচলার মধ্যে একটা কুৎসিৎ সম্বন্ধ স্থাপনের অছিলায় মদনের নিকট হইতে অর্থগ্রাহী।

ঝণ্টু

কেশবের বিশ্বাসী ভৃত্য। নির্ম্মলা গৃহত্যাগের পরে নিযুক্ত। সেই কারণ অজ্ঞতাবশতঃ পতিতা অচলার প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিল।

অচলা-নির্ম্মলা

দৈব ঘটনায় গৃহত্যাগের পর 'অচলা' নামে পরিচিত। সুগায়িকা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া, ও রেকর্ডে গান গাহিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। ভোলা পাগ্‌লার আশ্রয়ে থাকিতেন। শেষে কন্যা শান্তিকে একবার দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠেন। এই সময় কৌশলে শশাঙ্কের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে, নিজের সাময়িক নির্বুদ্ধিতার ফলে একটা দুর্ঘটনায় শান্তি পুড়িয়া মরে। স্নেহ-কাতর মাতৃহৃদয় তখন আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠে, সমাজ কেন যে তাহার প্রাণটাকে উপেক্ষা করিয়া শুধু দেহের বিচার করিবে—এই প্রশ্নে তাহার একটু মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে! সে তখন তাহার পত্নীত্বের দাবি লইয়া মাতাল কেশববাবুর সম্মুখীন হয়।

সর্ব্বাণী

কেশব ও শশাঙ্কের ভগ্নি—রামরূপের স্ত্রী। স্নেহ-মমতায় কেশববাবুর হৃদয়ের একটী ছায়া। হৃদয়ের কোমলতা ও চিত্তের দৃঢ়তা তাহারও বৈশিষ্ট্য। একদিকে পতিভক্তি—অন্যদিকে ভ্রাতার বিপদে সহানুভূতি সর্ব্বাণীর নারী হৃদয়কে একটুও উদ্বেলিত করে নাই! সে রামরূপের কার্য্যের প্রতিবাদও করিয়াছে—পদধূলিও গ্রহণ করিয়াছে।

জগদম্বা

কেশব-শশাঙ্ক-সর্ব্বাণীর জননী। সরল বিশ্বাসে দেবার্চ্চনা ও পারিবারিক মঙ্গল-কামনাই তার জীবনের লক্ষ্য।

শাস্তি

লীলা চঞ্চল নবম বর্ষীয়া কন্যা। নির্ম্মলা, তাহার তিন বৎসর বয়সকালে গৃহত্যাগ করে। বিস্মৃত মায়ের মুখ দেখিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। অভিমানের আঘাতে পিতার সবলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে তাহার পিতৃবক্ষে পত্নী-প্রেমের গোপন দুর্ব্বলতাটিকে জাগাইয়া তুলে। তারপর নিজের মৃত্যুতে জননীর গৃহাগমনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়— মৃত্যুকালীন একটী ছোট অনুরোধ, যাহা কেশব ভুলিতে পারেন নাই।

প্রথম অভিনয় রজনী

অধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (দানীবাবু)

শিক্ষক—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

সুর-সংযোজক— নাট্যকার

সঙ্গীত শিক্ষক—শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র

হারমোনিয়াম বাদক—শ্রীচারুচন্দ্র শীল

বংশী-বাদক—শ্রীনেপালচন্দ্র রায় (খোকাবাবু)

সঙ্গীত—{ শ্রীবনবিহারী পাল ও শ্রীমন্মথকুমার ঘোষ

স্মারক—{ শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ষ্টেজ-ম্যানেজার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

* * *

কেশব—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

শশাঙ্ক—শ্রীরবি রায়

মদন—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে

ঝণ্টু—শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ

বিনয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার

ভোলা—শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র

রামরূপ—শ্রীগনেশচন্দ্র গোস্বামী

মাতালগণ—শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল
শ্রীহরিদাস ঘোষ
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকালিপদ গুপ্ত

জগমণ—শ্রীভোলানাথ ঘোষাল

বেয়ারা—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

স্নানার্থীরা—শ্রীমদনকুমার দত্ত
শ্রীহৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়

অচলা—শ্রীমতী সরযূবালা

সর্ব্বাণী—শ্রীমতী আশালতা

জগদম্বা—শ্রীমতী প্রকাশমণি

শান্তি—শ্রীমতী প্রমীলাবালা (পটল)

দুনিয়া—শ্রীমতী কালিদাসী

প্রাণের দাবী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—**অচলার কক্ষ**

কাল—**সন্ধ্যা**

দৃশ্য—অচলা গাহিতেছিল

(গান)

এ জীবনে—
তোমারে ভুলিব যদি,
কাঁদিব গো নিরবধি।
আঁখি মানিবে না মানা, সে কথা কি নাহি জানা?
কাঁটা যে বিঁধিবে ফুল-শয়নে।
তব ধ্যানে ডুবে থাকি, আল্‌তা পরিবে আঁখি
কাজল মাখিবে দুটি চরণে।
খুলি মুকুরের বুক, দেখিব তোমারি মুখ
নয়ন মিলিবে—দুটি নয়নে…

বিনয়। চুপ্‌—শশাঙ্ক আস্‌ছে! এসো, এসো শশাঙ্ক! ভিতরে এসো···

শশাঙ্ক। (প্রবেশ করিয়া—ঘুরিয়া দাঁড়াইল—সর্ব্বক্ষণ পিছন ফিরিয়াই কথা বলিতে লাগিল)

এ কী বিনয়। মিছে কথা ব'লে—এখানে নিয়ে এলি কেন আমাকে?

অচলা। কি মিছে কথা বলেছে বিনয়?

শশাঙ্ক। সে বলেছে—এই বাড়াতে একটি স্ত্রীলোক ভযানক বিপন্ন! গুণ্ডারা তাকে আট্‌কে রেখেছে—বাইরে যেতে দিচ্ছে না ··

অচলা। এক বর্ণও মিছে বলেনি। বিনয়! তুমি একটু বাইরে যাও ··

শশাঙ্ক। আমিও যাই···

অচলা। (হঠাৎ হাত ধরিয়া) তুমি কোথা যাবে? এই বিপন্নাকে উদ্ধার করতে এসেছ যে···

শশাঙ্ক। কে বিপন্না? (হাত ছাড়াইল)

অচলা। আমি ··

শশাঙ্ক। তুমি পতিতা!

অচলা। পতিতার চেয়ে বিপন্না আর কে আছে শশাঙ্ক? নারী জীবনের একমাত্র গৌরব—এই দেহের পবিত্রতাকে যারা দ্রব্য-মূল্যে বিক্রয় করে—অন্তরে একনিষ্ঠা থাকলেও, যারা বহুর সেবা করতে বাধ্য হয়—তারা কি বিপন্না নয়?

শশাঙ্ক। বহুর সেবা কখনই বাধ্যতামূলক হতে পাবে না। আমি জানি—সে বিষয়ে তোমাদের উৎসাহ আছে, আনন্দ আছে। অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতাই যে তোমাদের জীবন···

অচলা। বিশ্বাস করো শশাঙ্ক! পতিতাও মানুষ। পতিতার বুকেও রক্ত আছে—রক্তেরও উষ্ণতা আছে। তারা যে অমানুষ হয়ে ওঠে,

তার একমাত্র কারণ,—সমাজের অনাদর ও অবহেলা। জিজ্ঞাসা করি তুমি কি বিয়ে করেছ?

শশাঙ্ক। সে প্রশ্ন···কেন?

অচলা। বৌকে যদি বাধ্য করো—এই ঘৃণিত পল্লীতে বাস করতে—তা'হলে কি তার রুচি-বিকার ঘট্‌বেনা?

শশাঙ্ক। (হঠাৎ একটু ঘুরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া) কে তুমি?

অচলা। আমি পতিতা···

শশাঙ্ক। সত্যি বলো, তুমি কে? (অগ্রসর হইল)

অচলা। ঠাকুরপো! সত্যিই আমি পতিতা। অন্য-পরিচয়ের দাবী তো আজ আর আমার নেই··· (কাঁদিতে লাগিল)

শশাঙ্ক। (তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিয়া) একী অসম্ভব ঘটনা? বৌদি! তুমি বেঁচে আছ? পাঁচবছর আগে—কাশী থেকে দাদা 'তার' করেছিল কলেরা রোগে হঠাৎ মারা গেছ তুমি! কত কেঁদেছি তোমার জন্যে—আর আজ আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা বলছো? তুমি পতিতা? আমার চোখদুটোকে যে বিশ্বাস করতে পারছিনে বৌদি!

অচলা। তোমার বৌদি বেঁচে নেই—সেই কথাটাই সত্যি ঠাকুরপো! পতিতা সেজে বেঁচে থাকা কি তার পক্ষে, মৃত্যুর চেয়েও বেশী নয়?

শশাঙ্ক। তাহলে কেন এতদিন মরোনি? কেন আমাকে ঠাকুরপো বলে ডাকছো আজ? ছি ছি ছি—লজ্জা করছে না তোমার—আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে?

(বৃদ্ধ ভোলা পাগলার প্রবেশ)

ভোলা। কেন লজ্জা করবে? আর, কেনই বা সে মরবে? তুমি মরো, তোমার দাদা মরুক, আর মরুক তোমাদের ভগ্নিপতি সেই কি নাম ভট্‌চায্যি!

অচলা। না, না, বাবা! তুমি ওকথা বলো না…

ভোলা। চুপ্ কর বেটি! কেন বলবো না? নিশ্চয়ই বলবো—একশোবার বলবো…বলি, তোর রিভলবারটা কোথায়? দে' দেখি ওর হাতে…ও কি করতে চায়, তা এখুনি বোঝা যাবে…?

অচলা। শশাঙ্ককে তুমি চেন না বাবা!

ভোলা। খুব চিনি। মানুষ চিন্‌তে চিন্‌তে মাথার চুল পেকে গেছে—দাঁত পড়ে গেছে—চোখ নিভে গেছে। আচ্ছা, সত্যি বলো তো বাবাজী! একটা রিভলবার হাতে পেলে, তুমি কাকে খুন করো? নিজেকে? না তোমার ওই বৌদিকে?

শশাঙ্ক। পতিতাবৃত্তি করার চেয়ে—বৌদির মৃত্যুও ঢের ভালো…

ভোলা। ওই শোন্! ওরে, ও যে তারই ভাই! আমি কিছুই ভুলিনি। সেও অমনি ঘাড় ফুলিয়ে বলেছিল—নির্ম্মলা! তুমি মরতে পারনি? আচ্ছা বাছাধন! তোমার বৌদি কেন মরবে? মরা উচিত—তোমার দাদার, তোমার—আর তোমাদের ভগ্নিপতি সেই কি নাম ভট্‌চায্যির!

শশাঙ্ক। কে আপনি?

ভোলা। আমি! আমি হচ্ছি—মহাকবি বাল্মিকী! কলির সীতা, তোমার এই বৌদিকে আগ্‌লে বসে আছি। তোমার দাদা রামচন্দ্র সতীলক্ষ্মী সীতাকে নির্ব্বাসিতা করেছেন কিনা?

শশাঙ্ক। বৌদি সতীলক্ষ্মী?

ভোলা। নিশ্চয়ই। তোমার বৌদি যদি সতীলক্ষ্মী না হতেন তা'হলে তো আমিও হতাম না বাল্মিকী! আসল ঘটনাটি যে কি—তা বুঝি জানো না তুমি?

শশাঙ্ক। কি করে জান্‌বো? আমি জানি বৌদি ম'রে গেছে··· জীবনে আর তার সঙ্গে···

ভোলা। দেখা হবে না। শোনো তাহলে। কাশীতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে সীতাসতী পথ হারিয়েছিলেন। গুণ্ডাদের হাতে পড়ে সাতদিন নিরুদ্দিষ্টা ছিলেন—তারপর আমিই উদ্ধার করেছিলাম! তোমার দাদার কাছেও নিয়ে গিয়েছিলাম···

শশাঙ্ক। তাই নাকি? তারপর?

ভোলা। তারপর—বশিষ্ঠদেব তোমার ভগ্নিপতি শাস্তর আওড়ালেন—নির্ম্মলা অগ্রাহ্যা, অস্পৃশ্যা!

শশাঙ্ক। কী ভয়ানক কথা—বৌদিকে তাঁরা ত্যাগ করলেন?

ভোলা। দেখতেই পাচ্ছ! নইলে কোন্ দুঃখে রায়বাহাদুর কেশব রায়ের বৌ পতিতা হতে যাবেন? কি অভাব ছিল তাঁর?

শশাঙ্ক। তা'তো বটেই···

ভোলা। তোমার বৌদি কখনো আগুনে পুড়তে যান, কখনো জলে ডুব্‌তে যান—কিন্তু, আমি মরতে দিইনি। কাজটা কি খুব অন্যায় করেছি? বলো তো বাবাজী! তুমিই বলো? এখন কিন্তু বেটি আর মরতে চায় না। মরবি অচলা? দেনা তোর রিভলবারটা রামের ভাই লক্ষণের হাতে। গুড়ুম করে লাগিয়ে দিক একটা গুলি তোর কপাল তেকে···

শশাঙ্ক। এখানে এসেছেন ক'দিন?

ভোলা। তা' প্রায় মাসখানেক হলো···

শশাঙ্ক। এ ঘৃণিত-পল্লীতে বাস করছেন কেন?

ভোলা। পতিতা আবার কোথায় বাস করবে? প্রথমে অবিশ্যি উঠেছিলাম—তোমাদের পাড়াতেই একটা বাড়িতে। হঠাৎ বশিষ্ঠদেব টের পেলেন। অচলা যে পতিতা, এ বিষয়ে অন্য-লোকের সন্দেহ থাকলেও

—তোমার ভগ্নিপতির তো নেই? বাড়ীওলাকে ব'লে-ক'য়ে তাড়িয়ে দিলেন।

শশাঙ্ক। তাই নাকি?

ভোলা। কিন্তু আমরাও তো মানুষ? আমাদেরও তো রক্ত-মাংসের শরীর? এত অপমান কেন সহ্য করবো? সমাজ যদি সতীলক্ষ্মীকে পতিতা বলেই তাড়িয়ে দেয়—তাহলে কিছুদিন এই বেশ্যাপল্লীতে বাস করে দেখ্‌তে চাই—নীতি ও সদাচারের নামে তোমাদের সভ্যসমাজের ভণ্ডামীর দৌড়টা কতদূর?

শশাঙ্ক। শুধু কি সেই উদ্দেশ্যেই কলকাতায়—এসেছেন? না, আর-কোনও উদ্দেশ্য আছে?

ভোলা। আমার উদ্দেশ্য আর তোমার বৌদির উদ্দেশ্য ঠিক এক নয়। উনি এসেছেন গ্রামোফোন রেকর্ডে গান গাইতে। বাংলা দেশের বিখ্যাত গায়িকা অচলাই যে আজ তোমার বৌদি···

শশাঙ্ক। আপনার উদ্দেশ্যে কি?

ভোলা। নিজে অন্যায় করার চেয়ে, অপরের অন্যায় সহ্য করা—আমার মতে, বেশী পাপ। কেন অচলা পতিতা? শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তোমার ভগ্নিপতির কাছে আমি সেই কথাটা জান্‌তে এসেছি, আর তোমার দাদা রায়বাহাদুর কেশব রায়কে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে এসেছি—সত্যই তিনি মানুষ কিনা?

অচলা। আমার শান্তি এখন কত বড় হয়েছে ঠাকুরপো? তাকে এক বারটি দেখ্‌তে ইচ্ছে করে···

(মদনবাবু বিনয় ও জগমন-দারোয়ান আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিল)

মদন। কি হে বিনয়! এই নাকি তোমার অচলা-দিদি আমাকে ছাড়া জানে না? ওগো অচলা সুন্দরী! আমাকে পছন্দ হয় না, অথচ আমার টাকা তো খুব পছন্দ হয়?

অচলা। টাকা? কিসের টাকা?

মদন। ব্যাঙ্কের চেক-ভাঙ্গানো নগত পাঁচশো টাকা! তুমি চেয়েছ —আমি দিয়েছি···

অচলা। এ কথার মানে কি বিনয়···?

ভোলা। সোজা মানে—বিনয় দু'দিক থেকে টাকা খাচ্ছে। শশাঙ্ককে এনে দেবার জন্যে তুমি দিয়েছ একশো—তাও আমি জানি! ওই মাতালটা দিয়েছে পাঁচশো তাও জান্‌লাম। বাহাদুর ছেলে!

অচলা। বিনয়! মদনবাবুকে নিয়ে এখুনি বেরিয়ে যাও। আর কখ্‌নো এসোনা এখানে···

(বিনয়ের প্রস্থান)

মদন। বিনয়কে তাড়িয়ে দিলেও, আমাকে তাড়াতে পারবে না অচলা-বিবি! রেকর্ডে তোমার গান শুনে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছি! এখন শ্রীমুখের একটি গান শোনাও ভাই – ধন্য হয়ে যাই···

(বসিলেন)

ভোলা। বস্‌লো যে! এ অসভ্য মাতালটাকে নিয়ে তো মহামুস্কিলে পড়া গেল···

শশাঙ্ক। আপনি বেরিয়ে যান্ এখান থেকে···

মদন। কেন? তুমি কে হে বাপু? আমার সঙ্গে কম্‌পিটিশান্? বলো, তোমার কত টাকা আছে? একলাখ, দু'লাখ্, দশলাখ্—তার বেশী নিশ্চয়ই নেই? কিন্তু—আমি কোটিপতি! অচলাকে গাড়ী দেবো, বাড়ি দেবো, গাভরা গহনা দিয়ে সাজাবো—তোমার কি সে ক্ষমতা আছে? কেন মিছেমিছি গণ্ডগোল করছো?

শশাঙ্ক। মাতাল! বেরিয়ে যাও বল্‌ছি—নইলে এখুনি উপযুক্ত শিক্ষা পাবে··· (আস্তিন গুটাইল)

মদন। বটে? আস্তিন গোটানো হচ্ছে? জগ্‌ন্নন্‌! পাক্‌ড়ো শালাকো! উন্‌কো মু'মে হাম জুতি মারেগা…

অচলা। (একটা রিভলবার ধরিয়া) বেরিয়ে যাও—নইলে গুলি করবো…বেরিয়ে যাও…

মদন। ও বাবা! মাগী ডাকাত! যার গলা এত মিষ্টি, গান এত চমৎকার—তার হাতে রিভলবার আছে—তা তো জানতাম্‌ না!

ভোলা। পদ্মফুলের দাঁটাতেই কেউটে জড়ানো থাকে বাছাধন! যাও, এখন বাইরে যাও—কেন মিছেমিছি কোটী টাকার প্রাণটা হারাবে?

(টলিতে টলিতে মদনের প্রস্থান)

শশাঙ্ক। তোমার কাছে একটা রিভলবার আছে বৌদি?

অচলা। খেল্‌না—রিভলবার! আওয়াজ হয় আগুন হয় না।

ভোলা। (ফিরিয়া আসিয়া) এ দুনিয়ায় আওয়াজটাই তো আসল জিনিষ! আগুনের খবর ক'জন রাখে? তুই যে 'পতিতা' এই আওয়াজটাই তোর সোয়ামীর কাছে বড় হ'য়ে উঠেছে! তোর ভিতর যে আগুন আছে—তা কি সে জানে?

শশাঙ্ক। আজ তা'হলে আসি বৌদি! আর একদিন এসে দেখা করবো। চেষ্টা করবো—শান্তিকেও নিয়ে আস্‌তে…

অচলা। না, না, দরকার নেই। শান্তিকে এখানে এনো না—তোমার দাদা দুঃখিত হবেন…

ভোলা। বটে? এই বেশ্যা-পল্লীতে বাস করেও সোয়ামীকে সুখী রাখ্‌বার চেষ্টা? ওরে এত ভালো-হওয়া ভাল নয়। একটু প্রতিশোধ নে—একটু প্রতিশোধ নে…

অচলা। বাবা! (কাঁদিল)

ভোলা। কেঁদে ফেল্‌লি? যাক্‌গে, আমি আর কিছু বল্‌বো না··· তুই আমাকে ক্ষমা কর··· (প্রস্থান)

অচলা। ঠাকুরপো! তুমি যাও। শান্তিকে এখানে এনো না, বা তুমিও আর এসো না। তোমার দাদা যেন জান্‌তে না পারেন—আমি এই অবস্থায় বেঁচে আছি···(কাঁদিলেন)

শশাঙ্ক। না, না, তা হতে পারে না বৌদি! আমি জান্‌তে চাই—সত্যিই দাদা মানুষ কি না? পায়ের ধূলো দাও···

অচলা। (সরিয়া গেল) না, না, আমাকে স্পর্শ করো না—আমি পতিতা! আমি পতিতা!

[শশাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান - **গঙ্গার ধারে পথ**

কাল – **পূর্ব্বাহ্ণ**

দৃশ্য—স্নানার্থীরা কেহ স্নান করিতে যাইতেছিল, কেহ বা স্নান করিয়া ফিরিতেছিল—পথে ভোলা পাগলা গাহিতেছিল—

গান

চোখ যদি তোর সঙ্গে থাকে
　　পথ চলা কি ভয়?
পথিকরে তোর জয় জয় জয়!
তোর ঠিকানা তুই ছাড়া কেউ
　　জানে না নিশ্চয়।

তোর পথে তুই চল্‌বি সোজা
তোর কাঁধে তোর নিজের বোঝা
তোর সাথী এই চলার পথে—
তুই ছাড়া কেউ নয়।

রক্তজবার অঞ্জলি তোর
আত্মদানের মন্ত্রে বিভোর
তুই পূজারী ! তোর ঠাকুরে—
পূজ্‌বি জগৎময়।

রামরূপের প্রবেশ

ভোলা। এই যে আমার বশিষ্ঠদেব ! প্রভু ! ভাল আছেন ? প্রাতঃপ্রণাম—পায়ের ধুলো দিন্…

রামরূপ। ছুঁস্‌নে, ছুঁসনে—আমি স্নানাহ্নিক সেরে আস্‌ছি—কোথাকার একটা নোংরা পাগল ! জাতিভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ বলেই মনে হচ্ছে—সরে দাঁড়া।

ভোলা। প্রভু ! দয়াময় ! আপনার ওই শ্রীচরণ-তরণী ছাড়া এই জাতিভ্রষ্ট ম্লেচ্ছটা ভবার্ণব পার হবে কি উপায়ে বলুন ? আপনার চরণ ধূলিই যে এই অধমের এক মাত্র সম্বল ! দিন একটু…দয়া করে…

রামরূপ। আঃ ! এ কী জ্বালাতন—পথ ছেড়ে দে · সরে দাঁড়া…

ভোলা। তা'কি হয় দয়াময় ! চরণ-ধূলি আমাকে দিতেই হবে। জাতিভ্রষ্টের পাওনা, সে কেন না নিয়ে ছাড়বে ?

[পদধারণ করিল]

রামরূপ। কী আপদ ! আবার আমাকে গঙ্গায় যেতে হবে ··স্নান করতে হবে···?

ভোলা। শুধু কি একবার? যতবার আপনি স্নান করবেন—ততবার আমিও পায়ের ধুলো নেব। দাঁড়িয়ে থাকবো এখানে সারাটি দিন। আজ সশরীরে স্বর্গে না-গিয়েই ছাড়বো না...

রামরূপ। কী সর্ব্বনাশ! আমি স্নান করতে করতে মরে যাবো যে...

ভোলা। আপনি না-মরলে আমিই বা স্বর্গে যাবো কি করে? শ্রীচরণ মাহাত্ম্য যখন বাড়িয়ে নিয়েছেন—তখন আর উপায় কি? আমাকে স্বর্গে যেতে হলে, আপনাকে নরকে পাঠাইতেই হবে...

(অন্য দিক দিয়া, স্নানান্তে অচলার প্রবেশ।)

রামরূপ তাহাকে দেখিয়া অপ্রস্তুত ভাবে চাহিতে লাগিলেন।

ভোলা। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

অচলা। ওকে বাবা? তুমি ওঁর দিকে চেয়ে—হাস্‌ছো কেন?

ভোলা। (হাসিয়া) চিন্‌তে পারলিনে? ওই দেখ্—সেই লম্বা টিকি! মুখখানা একবার এদিকে ফেরান না দয়াময়! স্ত্রীলোকটী আপনাকে একটু দেখ্‌বে...

রামরূপ। (ফিরিয়া) কেন?

ভোলা। আপনি একে চেনেন?

রামরূপ। না।

(অচলা অধোবদন হইলেন)

ভোলা। একে দেখেন নি কোনো দিন?

রামরূপ। সে খোঁজে তোর কি দরকার?

অচলা। রামরূপ।

রামরূপ। ছি-ছি-ছি—আমার নামোচ্চরণ করতে তোমার জিভ্‌টা একটু কাঁপ্‌লো না?

ভোলা। তা'তো বটেই। তোমাকে 'রামরূপ' না ব'লে রত্নাকরের

মত 'মরারূপ' বলাই উচিত ছিল। অতএব হে প্রভু মরারূপ! আমার অবুঝ মেয়েটীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন···

রামরূপ। হুঁ, উনি বুঝি তোমারি মেয়ে?

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ, দয়াময়!

রামরূপ। গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারেন নি?

ভোলা। রোজই তো গঙ্গার ঘাটে আসা-যাওয়া করেন। ইচ্ছে করলেই জলে ডুব্‌তে পারেন—কিন্তু এই জাতিভ্রষ্টের পতিতা-মেয়েটা কেন যে বেঁচে থাক্‌তে চায়—তা' ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে। জলে ডুবে মরবি অচলা? একটা দড়ি আর কলসী এনে দেবো?

অচলা। আমার অপরাধ কি রামরূপ? কেন আমি মরবো বল্‌তে পার?

ভোলা। চুপ্‌ কর বেটি! তোর অপরাধ কি, তাকি তুই জানিস্‌নে? ওদের বিচারে তোর বেঁচে-থাকাটাই যে চরম অপরাধ! ওকি কাঁদ্‌ছিস্‌? আচ্ছা বশিষ্ঠদেব! আপনাদের শাস্ত্রে ওর বেঁচে-থাকা-পাপের কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা নেই?

রামরূপ। আছে·· ···

ভোলা। কি?

রামরূপ। তুষানল···

ভোলা। ওরে বাবা! তাহলে তুই যা করছিস্‌ সেই তো ভালো অচলা! দিব্যি—পতিতালয়ে এসে ঘর নিয়েছিস্‌—নিত্যি-নতুন বড় বড় বাবুরা আস্‌ছেন—যাচ্ছেন। গান চল্‌ছে, বাজনা চল্‌ছে—চমৎকার খাওয়া পরার ব্যবস্থা হচ্ছে! তুষানলের চেয়ে এই তো ভালো—কি বলেন মরা-রূপ ঠাকুর?

অচলা। [ধমক দিয়া] ছিঃ বাবা! যা'তা বলো না। আচ্ছা রামরূপ! আমি এমন কি পাপ করেছি যে—তুষানলে পুড়বো?

রামরূপ। তুমি গৃহত্যাগিনী।

অচলা। কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়—গুণ্ডারা আমাকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছিল···

রামরূপ। তুমি ত্রিরাত্রি তাদের ঘরে বাস করেছিলে···

অচলা। মিছে কথা। এই বৃদ্ধ আমাকে উদ্ধার করেছিলেন—মা বলে ডেকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন···

ভোলা। সে কথা যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, নাই বা করলেন। আমি জান্‌তে চাই—একটি অসহায় মেয়ের উপর নরপশুরা যদি অত্যাচার করবার সুযোগ পেয়ে থাকে—তা'হলেই বা তার অপরাধ কি? যে সতীলক্ষ্মী মনে-প্রাণে তার স্বামীকে ছাড়া জানে না—স্বপ্নেও কখনো পর পুরুষের মুখের দিকে তাকায় না—সে যদি অসতী হয়, তা'হলে কি আপনাদের সতীধর্ম্মের ব্যাখ্যাই মিথ্যে নয়?

রামরূপ। তুই একটা জাতিভ্রষ্ট-ম্লেচ্ছ! শাস্ত্রার্থ তুই কি বুঝবি?

ভোলা। বুঝিয়ে দিলে কেন বুঝ্‌বো না দয়াময়? তুষও চিনি, অনলও চিনি। তুষানলের পুড়ুনি যে কত নির্ম্মম—তাও বুঝি···তবে আর শাস্ত্র বুঝবো না কেন?

অচলা। রামরূপ! তুমি ভুল বুঝেছ—ভুল শুনেছ। সত্যিই আমি কোন পাপ করিনি···

ভোলা। দয়াময়! আমার মার ওই মুখখানার দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখো তো? কী নিষ্পাপ ওই চোখ দুটি! কোনো পাপের ছাপ কি ওতে আছে? তোমরা কি শুধু শাস্ত্রই দেখবে? দেখ্‌বেনা মানুষের প্রাণ?

রামরূপ। আমার দেখাশোনার প্রয়োজনটা কি? যাঁর স্ত্রী উনি—তাঁর কাছেই যাও না?

ভোলা। গিয়েছিলাম। তিনি যে এই কলিযুগের শ্রীরামচন্দ্র, আর তুমি তার কুলগুরু বশিষ্টদেব—তা' জেনে এসেছি। অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া সতীলক্ষী সীতার পাতিত্য ঘুচ্‌বে না, তাও বুঝে এসেছি। আজ আমি বুড়ো বাল্মিকী! দস্যু-রত্নাকরের মত কব্‌জির জোর একদিন আমারও ছিল। সে দিন হ'লে, তোমাদের নষ্টামির উপযুক্ত দাওয়াই দিতে আমিই পারতাম···

রামরূপ। (উত্তেজিত ভাবে) তার মানে ?

অচলা। রাগ করো না রামরূপ! উনি পাগল-মানুষ—যা মুখে আসে তাই বলেন। কিন্তু, আমার একটা কথা বিশ্বাস করো—সত্যিই আমি কোন পাপ করিনি···

রামরূপ। আমি বুঝ্‌তে পারছিনা যে—এ সব কথা আমাকে কেন শোনানো হচ্ছে ? আমি কে ? যাও না কেশববাবুর কাছে—কুকুরের মত তাড়া খেয়ে এসো। আমাকে কেন বিরক্ত করছো ?

অচলা। ছিঃ রামরূপ! তুমি কি ভাব্‌ছো—তোমাদের কাছে ফিরে যাবার জন্যেই আমি এসব কথা বল্‌ছি ? আমি মরে গেলে তোমরা যে কত সুখী হবে তা' জানি—তবু কেন মরতে পারছিনে, শুন্‌বে ?

রামরূপ। কেন বলো তো ?

অচলা। এই বুড়োর আশ্রয়ে গিয়ে আমার একটি ছেলে হয়েছিল—তার বয়সও প্রায় পাঁচ বছর। তাকে যদি তুমি তার বাপের কোলে তুলে দিতে রাজী হও—তাহলে এই মুহূর্ত্তেই আমি মরতে পারি। তোমার উপরেই একটি অনাথ বালকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে!

রামরূপ। কী সর্ব্বনাশ! একটি ছেলেও হায়ছে তোমার ?

ভোলা। একেবারে ছোট্ট রায় বাহাদুর! (ছবি দেখাইল) এই দেখো—সেই মুখ—সেই নাক, সেই চোখ! আদালতে নিয়েও সই—

মোহরের নকল ব'লে প্রমাণ করতে পারি···কিন্তু, ও বেটি কোনো ·কেলেঙ্কারী করতেই রাজী হচ্ছে না···এই দুঃখেই মরে যাচ্ছি···

রামরূপ। বুঝেছি—তোমরা অনেক মতলব নিয়ে কল্‌কাতায় এসেছ! লোক-সমাজে কেশববাবুকে অপদস্থ না করেই ছাড়বে না, বা তার সম্পত্তির লোভটাও ত্যাগ করবে না···এই তো বল্‌তে চাও?

অচলা। (উত্তেজিত ভাবে) রামরূপ! তুমি অতি নীচ, অতি হীন! তোমার মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়। চলে এসো বাবা! ওর সঙ্গে আর কথা বলো না···

(প্রস্থান)

ভোলা। তুই যা' মা! আমি একটু পরে যাচ্ছি। এই পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো—আপনি যতবার গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরে আস্‌বেন—ততবার প্রণাম করে পায়ের ধূলো নেবো। এই জাতিভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ যে কত ভক্তিমান তা' আজ আপনাকে দেখিয়ে দেবো······

রামরূপ। আমি পুলীশ ডাক্‌বো···

ভোলা। আমিও থানায় যাবো। আদালতে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করবো। কেশববাবুর ছেলে তার পৈতৃক সম্পত্তি না পেলেও—আমি আপনার চরণ-ধূলি নিশ্চয়ই পাবো, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই···

রামরূপ। একি পাগলের অত্যাচার! পুলীশ! পুলীশ!

(প্রস্থান)

ভোলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ······

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কেশববাবুর ড্রইং রুম

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—কেশববাবু একটি কৌচে শায়িত অবস্থায় চুরুট টানিতেছিলেন ও কাগজ পড়িতেছিলেন। নয় বছরের মেয়ে শান্তি পাশে দাঁড়াইয়া গ্রামোফোন বাজাইতেছিল।

গান থামিল।

শান্তি। আর একটা গান শুন্‌বে বাবা?

কেশব। না, থাক্—এদিকে আর···(আদর করিয়া) কার গান তোর সব চেয়ে ভাল লাগে শান্তি?

শান্তি। অচলার গান। কী মিষ্টি গলা। আর একটা শোনো বাবা! আমি বাজাই···

কেশব। অচলার গান আমার মোটেই ভাল লাগে না। গান তো নয়—কান্না। তুই কান্না শুন্‌তে এত ভালবাসিস্ কেন বল্‌তো?

শান্তি। হ্যাঁ, অচলার গান বুঝি কান্না? কান্না কি ওই রকম? ও বাড়ির নিতাই কাঁদে—'ওমা আআআ'—তার একটা ছোট ভাই হয়েছে—সে কাঁদে—'ওঙা—ওঙা'! আর পিশিমা কাঁদে চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে—একটুও শব্দ বেরোয় না···

কেশব। (বিস্মিতভাবে উঠিয়া) সে কি রে? তোর পিশিমাকে কখন কাঁদ্‌তে দেখ্‌লি?

শান্তি। তা' বুঝি তুমি শোনোনি বাবা? পিশেমশাই কাল তাকে খুব বকেছে! পিশিমা চা খায়, বিস্কুট খায়, সেই জন্যে···

কেশব। তাই নাকি?

শান্তি। হ্যাঁ বাবা! ওই টিকিওলা পিশেটাকে তাড়িয়ে দাও না। ওর কট্‌মটি-চাউনি আর অনুস্বর ও বিসর্গ দিয়ে মন্তর-আওড়ানো শুন্‌লে আমার বড্ড ভয় করে। একটা জিনিষ দেখ্‌বে বাবা? এই দেখো···

(একগুচ্ছ শিখা দেখাইল)

কেশব। (হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া) কি·· এ···

শান্তি। পিশেমশাইয়ের টিকি।

কেশব। (চম্‌কিয়া) কী সর্ব্বনাশ! এ তুই কোথায় পেলি?

শান্তি। কাল যখন পিশে ঘুমিয়েছিল—কাকাবাবু চুপি চুপি ঘরে ঢুকে কুচ্‌ করে কেটে এনেছে। আমাকে এটা দিয়ে কি বলেছে জানো?

কেশব। কি?

শান্তি। এই টিকিটা নাকি আমার ভয়ানক শত্তুর! একে আমি উনুনে দিয়ে পোড়াবো। আর একটা কথা, কাকাবাবু যা বলেছে আমাকে—তা' আমি কাউকে বলবো না···

কেশব। আমাকেও না?

শান্তি। কানে কানে বল্‌ছি। আর কাউকে বলোনা কিন্তু·· (কানে কানে বলিল)

কেশব। (শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) ঝণ্টু!

নেপথ্যে। যাই হুজুর!

(কেশব অস্থিরভাবে পদচারণা করিলেন)

(ঝণ্টুর প্রবেশ)

কেশব। শশাঙ্ক কোথায়?

ঝণ্টু। পড়ার ঘরে ··

কেশব। শীগ্‌গীর ডেকে আন্‌...

শান্তি। দেখো বাবা! আমি আর এক রকমের কান্নাও শুনেছি। সে কান্না শুনতে ইচ্ছে করে। শিবুর বাবা মারা গেছে কি না—তাই তার ঠাকুমা বেশ মিষ্টি করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল—(সুরের অনুকরণ করিয়া) "ওরে আমার সোনার মাণিক! আমায় ফেলে—কোথায় গেলিরে বাবাঃ! ওরে—আমি, তোকে ছেড়ে—কেমন ক'রে—থাকবো রে বাবাঃ!

কেশব। আঃ চুপ্ কর……

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশাঙ্ক। দাদা, আমাকে ডেকেছ?

কেশব। হাঁ, শোন্। আচ্ছা, রামরূপকে তোরা যে ক্ষেপিয়ে তুলছিস্—তার ফলটা কি দাঁড়াবে—সে কথা ভেবেছিস্? আমাদের সংসর্গ ত্যাগ ক'রে—সে যদি সর্ব্বাণীকে নিয়ে দেশে যেতে চায়, তখন? তোর বৌদির মৃত্যুর পর সর্ব্বাণী এখানে না-থাক্‌লে—শান্তিকে বাঁচিয়ে রাখা কি সম্ভব হতো? মার কত কষ্ট হয়—সে কাছে না থাক্‌লে—তাকি বুঝিস্ না?

শশাঙ্ক। সে জন্যে রামরূপের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার তো অন্ত নেই—আর কি করতে হবে?

কেশব। কৃতজ্ঞতার কথা বল্‌ছি না। বল্‌ছি যে—কারো ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মসংস্কারকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা আমাদের উচিত নয়। জ্ঞান বা বুদ্ধির তারতম্য নিয়ে মানুষ থাকে বিভিন্ন স্তরে দাঁড়িয়ে—তার নিজের বিশ্বাস বা সংস্কারের দৃঢ় ভিত্তি রচনা ক'রে। তুমি-আমি তো দূরের কথা—কোন অবতারও পারেননি—কোনো বিশিষ্ট মতবাদের গণ্ডীতে সবাইকে আবদ্ধ রাখ্‌তে। সামাজিক বা পারিবারিক শান্তিরক্ষার জন্যে—প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা দিতে হবে—তার ব্যক্তিগত মতবাদ বা বিশ্বাসে আস্থাবান থাক্‌বার জন্যে…

শশাঙ্ক। ওই শান্তিকেও ?

কেশব। নিশ্চয়ই। শান্তির যা' বিশ্বাস—তাতে যদি তার স্বাধীনতাকে আমরা স্বীকার না করি—তাহলে তার চিত্তবৃত্তি…

শান্তি। আমার বিশ্বাস—পিশেমশাই ভারি বদ্‌লোক! সে কেবল—ছুঁসনে—ছুঁসনে বলে—আর চা-বিস্কুট্ খায়না।

শশাঙ্ক। হা হা হা……

কেশব। ছিঃ! শান্তি! গুরুজনকে বদ্‌লোক বল্‌তে নেই…সে তোমার পিশেমশাই যে……

শশাঙ্ক। ধমক দিয়ে শান্তির বিশ্বাসের স্বাধীনতা কি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে না ?

কেশব। না। যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে শান্তির শিশু-মনকে একটু উন্নত করার অধিকার আমাদের আছে। রামরূপের গোড়ামীর পক্ষপাতী আমি নই। তোমাদের উচ্ছৃঙ্খলতাও আমার অসহ্য।

শশাঙ্ক। উচ্ছৃঙ্খলতা কি দেখ্‌লে ?

কেশব। একদিন তুমি নাকি তার ভাতের মধ্যে মুরগীর ডিম লুকিয়ে রেখেছিলে ? মাখন বলে জুতোর কালি খাইয়েছিলে ? আজ দেখ্‌লাম তার টিকিটাও কেটে নিয়েছ ? এ সব কী শশাঙ্ক ?

শশাঙ্ক। (হাসিয়া) ভগ্নিপতি কিনা, তাই একটু……

কেশব। পরিহাস করো, বুঝলাম। কিন্তু পরিহাসের উদ্দেশ্য নির্মল আনন্দ উপভোগ। অন্তরে ব্যাথা-দেওয়া…নিশ্চয়ই নয় ?

শশাঙ্ক। 'অন্তর' ব'লে কোনো জিনিষ কি তার আছে ? প্রাণহীন অনুস্বর ও বিসর্গ-ওয়ালা শাস্ত্রবুলি আওড়ানো ছাড়া, সে আর কি জানে ? কি বোঝে ? উঃ! (বুকটা চাপিয়া ব'সয়া পড়িল)

কেশব। কি হলো ? কি হলো ?

শশাঙ্ক। আজ দুদিন বুকে এমন একটা ব্যাথা ধরছে যে নিশ্বাস ফেল্‌তে পারছিনে……

কেশব। সে কথা আমাকে বলিসনি কেন? ডাক্তারকে খবর দিস্‌নি কেন? ঝণ্টু!

(ঝণ্টুর প্রবেশ)

শীগ্‌গীর ডাক্তারের কাছে যা। না—না—না আমিই যাচ্ছি…

শশাঙ্ক। থাক্‌, তোমাকে যেতে হবে না আমি নিজেই এক সময়ে গিয়ে দেখিয়ে আস্‌বো। এই তো সেরে গেছে।

কেশব। ব্যথাটা কোন্‌ দিকে ধরে বল্‌তো? বোধ হয় বাঁ-দিকে? না, না, উপেক্ষা করা উচিত নয়—হার্টে যদি কোনো গোলমাল হয়ে থাকে? এক্ষুনি চল্‌—আমিও সঙ্গে যাচ্ছি, ঝণ্টু গাড়ি জুড়তে বল্‌……

(প্রস্থান)

শশাঙ্ক। উঃ দাদা! আমি শুধু ভাবছি—তুমি কি—তুমি কি……

শান্তি। কি হয়েছে কাকাবাবু! তুমি অমন করছো কেন?

শশাঙ্ক। কিছুনা শান্তি। একটা গান গা তো শুনি……

শান্তি। অচলার গান শুনবে কাকাবাবু? ভারি মিষ্টি গান—একটা শিখে নিয়েছি আমি……

শশাঙ্ক। আচ্ছা, তাই গা……

শান্তি। (গাহিল)

তুমি আমায় ডাক দিয়েছ—
আজি—এ গভীর রাতে,
যেতে তো পারিনা সাথে
আঁধারে পথ অচেনা।

ডাক্‌বে যখন ভোরের পাখী
তখন তুমি আস্‌বে নাকি ?
আমার দু'টি সজল আঁখি
তখনো শুকাবে না।

সারা রাতি যে গান গেয়ে—
থাক্‌বো তোমার পথটি চেয়ে
ভুলবো প্রাতে তোমায় পেয়ে—
রাতি কি পোহাবে না ?

(কেশববাবুর প্রবেশ)

কেশব। ডাঃ রায়কে ফোন্‌ করে এলাম—তিনি এখুনি আস্‌ছেন··· ঝণ্টু !

ঝণ্টু। হুজুর···

কেশব। তোর দিদিমণিকে একবার ডেকে আন্‌তো ?

শশাঙ্ক। দিদি তো তোমার এ ঘরে আর আস্‌তে পারবে না দাদা !

কেশব। কেন ?

শাশঙ্ক। কাল যে দি'দি তোমার কাছে ব'সে চা খেয়েছিল—তা দেখে ভট্‌চায্যি ভয়ানক চটে গেছে···এসব খৃষ্টানি আচার-ব্যবহার তিনি আর বরদাস্ত করবেন না··

(একটা চামড়ার ব্যাগ লইয়া সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

কেশব। ওকি রে সর্ব্বা ! ব্যাগটা নিয়ে এলি কেন ?

(সর্ব্বাণী কিছু না বলিয়া ব্যাগটা সেল্‌ফের উপর রাখিল)

কেশব। ওকি ? ওখানে রাখছিস্‌ যে ? তোর ঘরে কি হলো ?

শশাঙ্ক। ওর ঘরে কোনো চাম্‌ড়ার জিনিষ রাখা চল্‌বে না·· ভট্‌চায্যির আদেশ। চায়ের কাপ্‌-ডিস্‌গুলো ছুড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে···

কেশব। ও, সেই কথা? তা'—সেখানে তো চাম্‌ড়ার অনেক কিছুই আছে। ঝণ্টু! সর্ব্বাণীর ঘরে আমার কয়েক জোড়া জুতো, আর সুটকেশগুলো আছে। আর কি আছে রে সর্ব্বা! ঝণ্টুকে বলে দে·· সেই নিয়ে আস্‌বে···

সর্ব্বাণী। (কাঁদিতে লাগিল)

কেশব। ওকি? কাদ্‌ছিস্‌ কেনরে পাগ্‌লী? তা'তে আর হয়েছে কি? যা ঝণ্টু যা · দেখে শুনে নিয়ে আয়···

সর্ব্বাণী। দাদা! আমাকে সেই দূর পাড়াগাঁয়েই পাঠিয়ে দাও। সেও ভালো। তবু এখানে থেকে তোমাদের এত পর ক'রে তুল্‌তে পারবো না···

কেশব। ওরে বাপ্‌রে! সেখানে কী ভয়ানক ম্যালেরিয়া! মরে যাবি যে? না, না, তা হ'তে পারে না···

শান্তি। তা'হলে ওই টিকিওলা পিশেটাকেই তাড়িয়ে দাও না বাবা! লেঠা চুকে যাক্‌...

কেশব। চুপ্‌! ও কথা বল্‌তে নেই·· দেখ্‌ সর্ব্বা! রামরূপ তর্কবাগীশ একজন দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত—আমাদের খৃষ্টানী আচার-ব্যবহার দেখে বিরক্ত হয়েই, বাবা তোকে বিয়ে দিয়েছিলেন—একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সঙ্গে। আমি তাকে কত শ্রদ্ধার চোখে দেখি—তা কি জানিস্‌ না? পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমরাই তো ভয়ানক অহিন্দু হ'য়ে উঠেছি···

(একটি বয় চা-বিস্কুট লইয়া আসিল)

কেশব। না, না, আজ আর আমরা চা খাব না। নিয়ে যা—নিয়ে যা ··

শান্তি। তা'হলে কি খাবো বাবা? আমার যে বড্ডই খিদে পেয়েছে···

কেশব। শান্তিকে এক কাপ্‌ গরম দুধ আর মুড়ি-মুড়কি এনে দে···

(বয় ফিরিয়া যাইতেছিল)

সর্ব্বাণী। যাস্‌নে—ট্রেটা এদিকে আন্‌... (সর্ব্বাণী সবাইকে চা-বিস্কুট পরিবেশন করিল)

কেশব। না, না, সর্ব্বা! আমি আর কখ্‌খনো চা খাবো না। চা একটা ভয়ানক 'ইন্‌জুরিয়াস্‌ থিং'। ষ্টমাক-ওয়ালে 'ট্যানিক অ্যাসিডের করোসিভ্‌ একশান্‌, আছে···

শশাঙ্ক। আজ যখন এসেই পড়েছে—খেয়ে নাও দাদা! 'হাপ্‌-এ-সেন্‌ চুরির করোশান, তো একদিনে সেরে যাবে না?

(চা পানে রত হইল)

কেশব। তোর তো ওটা স্পর্শ করাই অনুচিত শশাঙ্ক! 'হার্ট-প্যাল পিটেশানের, একটা কারণই হচ্ছে 'গ্যাসট্রিক ট্রাব্‌ল্‌!'

সর্ব্বাণী। ছাড়তেই যদি হয়, এমন হঠাৎ ছাড়বে কেন? আস্তে আস্তে ছেড়ে দিও...

কেশব। তোকে তো আজ হঠাৎই ছাড়তে হবে, তুই তা' পারবি কি করে?

সর্ব্বাণী। আমি মেয়েমানুষ। আমার খাওয়া-পরা তো স্বেচ্ছাধীন নয়? তাই আমার কোনো কষ্ট হবে না...

শশাঙ্ক। কথাটার মানে?

সর্ব্বাণী। তুই অনেক কথার মানে জানিস্‌ না—

শশাঙ্ক। আপ্‌ রুচি খানা·· বুঝ্‌লে দিদি!

সর্ব্বাণী। বাবার মৃত্যুর পর—আমাদের বিধবা মা কি মাছ-মাংস

ছুঁয়ে থাকেন ? কেন বাজে বকিস্ ? আমরা হিন্দুর মেয়ে—স্বামীর সঙ্গেই আমাদের খাওয়া-পরার সম্বন্ধ।

কেশব। ঠিক বলেছিস্। হিন্দুর বোনরা যা না-খায়, কোনো ভাইয়ের ও উচিত নয়, তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে, তাই খাওয়া ··বুঝ্লি ?

শশাঙ্ক। হাহাহা—তাহলে কথাটা তো বেশ মজার হয়ে দাঁড়ালো ! ভগ্নিপতিই হচ্ছেন—পারিবারিক খাওয়া-পরার মানদণ্ড ?

কেশব। তার মানে ?

শশাঙ্ক। বোন্ বাধিত হবেন ভগ্নিপতির জন্যে—আর ভাই বাধিত হবেন বোনের জন্যে। অতএব ভগ্নিপতিই হচ্ছেন 'দি ম্যান্!'—কেন যে বোনের ভাইকে ভগ্নিপতিরা 'শালা' বলে গালাগালি দেয়—তা' এত দিনে লাম······

কেশব। বড্ড দেরিতে বুঝ্লে···যা সর্ব্বা তুই ওঘরে যা। চা-টা ঠাণ্ডা হচ্ছে। আজ যখন এসেই পড়েছ—তখন আমিই বা ঠকি কেন ? তুই এখানে থাক্লে, রামরূপ হয়তো মনে করবে······

সর্ব্বাণী। আমি যাচ্ছি······

কেশব। ভাল কথা। আমার চাবির রিংটা দিয়ে গেলিনে ?

সর্ব্বাণী। কেন ? আমাকে কি এঘরে আর আস্তেই দেবে না নাকি ?

কেশব। না, না, সেকথা নয়। তবে কিনা বুঝে দেখ্—এই সব খুঁটিনাটি নিয়ে, সে যদি বেজায় বিরক্ত হ'য়ে ওঠে—তোকে দেশে নিয়ে যাবার জন্যে আবার জিদ্ ধরে—তাহলে ? সেবার কি ম্যালেরিয়াটাই বাধিয়েছিলি ! তাই বল্ছি—চাবিটা রেখে যা। ঝণ্টুকে দিয়ে আমার জামা-কাপড় আমিই গুছিয়ে রাখ্তে পারবো······

সর্ব্বাণী। দেখো দাদা, তোমরা সবাই যদি আমাকে শাস্তি দিতে চাও—আমি সইতে পারবো না—সে কথা বলে রাখ্ছি। এ চাবি আমাকে

বৌদি দিয়েছিল, তুমি দাওনি। আমার কাছেই থাকবে—তাতে যা ঘটে ঘটুক্……

(রিষ্টা আঁচলে বাঁধিয়া—পিঠে ফেলিয়া চলিয়া গেল)

কেশব। তাইতো শান্তি। এ যে বড় অশান্তির কারণ হ'য়ে উঠ্‌লো। কি করা যায় বল্‌তো ?

শান্তি। ওই ফোঁটা-কাটা, টিকিওলা পিশেটাকে তাড়িয়ে দাও না বাবা !

কেশব। আবার ! ছিঃ ওকথা বল্‌তে নেই……

শশাঙ্ক। ধমক দিয়ে মানুষের মুখ বন্দ করা যায়, মত বদ্‌লানো যায় না…কী আশ্চয্য ! উঃ !

কেশব। আবার ব্যথা ধরলো বুঝি ?

শশাঙ্ক। না……

কেশব। ডাঃ রায় এখনো আস্‌ছে না কেন ?

(রামরূপের প্রবেশ)

রামরূপ। কেশববাবু ! আজ আমি একটু দেশে যাচ্ছি……

কেশব। কেন

রামরূপ। আপনার পরামর্শে যে ভুলটা ক'রে বসেছি—তা' সংশোধনের চেষ্টা দেখ্‌তে…

কেশব। কি ভুল ?

রামরূপ। ভাব্‌ছি—পৈতৃক বাড়িটা বিক্রি করা আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে ··স্ত্রীর সম্পর্কেই তো আপনাদের এখানে থাকি ? নইলে আমি কে ? সেই স্ত্রীই যদি আমাকে……

কেশব। বুঝতে পেরেছি। যাতো শান্তি ! শীগ্‌গীর তোর পিশিমাকে ডেকে আন্……

শান্তি। ওই তো পিশিমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে·····

কেশব। হাস্‌ছে? কী ভয়ানক কথা! সর্ব্বা! (ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া সর্ব্বাণীর প্রবেশ) এ সব কি শুন্‌ছি সর্ব্বা? তুই নাকি রামরূপের অবাধ্য হয়েছিস্—তাকে অসম্মান করেছিস? কী লজ্জার কথা। হিন্দুনারী তুই—স্বামীই তোর একমাত্র আরাধ্য দেবতা। রামরূপ যেই হোক্—আমি দেখ্‌তে চাই—হিন্দুনারীর গৌরব যে পতিভক্তি তা' তোর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে! তোর শিক্ষা, তোর আচার-ব্যবহার যেন তোর নারী-জীবনের এত বড় একটা সাধনার পথে বিঘ্ন হতে না পারে······

সর্ব্বাণী। আমি তো তেমন—কিছু······

কেশব। না, না, আমি কোনো কথাই শুন্‌তে চাই না। রামরূপ অসন্তুষ্ট হয়েছে—এইটুকু শোনাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। পায়ে ধরে ক্ষমা চাও······

রামরূপ। থাক্ থাক্—ওকে আর লজ্জা দেবেন না······

কেশব। লজ্জা? কি বল্‌ছো রামরূপ? স্ত্রী হয়ে স্বামীর পায়ে মাথা নোয়ানো লজ্জার কথা? আমার মা রোজ বাবাকে প্রণাম না ক'রে জলস্পর্শ করতেন না······সীতা-সাবিত্রীর কথা তো জানিস্?

(সর্ব্বাণী গলবস্ত্রে রামরূপকে প্রণাম ক'রল)

রামরূপ। না না কেশববাবু! এতটা করার কোনো দরকার ছিল না। তেমন অবজ্ঞার কথা আজ পর্য্যন্ত উনি আমাকে বলেন নি, বা তেমন অন্যায় ব্যাবহারও কিছু করেন নি—তবে······

কেশব। তবে আবার কি?

শশাঙ্ক। দাদা তুমি যদি সেসান-জাজ্ হ'তে—তাহ'লে আসামীকে ফাঁসির হুকুম দিতে—এক তরফা হিয়ারিং এর পরেই। আচ্ছা—সীতাকে

তো বিয়ে করেছিলেন রামচন্দ্র ? আর দিদিকে বিয়ে করেছে রামরূপ। রামরূপের স্ত্রী সীতা হবেন কি করে ?

রামরূপ। এ কথাও তো বলা যায়—শ্রীমান শশাঙ্ক রায় এম, এ, মহাশয়ের ভগ্নীকে যিনি বিয়ে করেছেন—তাঁর পক্ষেও রামচন্দ্র হওয়া সম্ভব নয় ? মোটের উপর—আসল কথা বল্‌ছি, শুনুন কেশববাবু ! আপনার এই গুণধর ভাইটির জন্যেই আমাকে ত্যাগ করতে হবে, আপনাদের সংসর্গ !

শশাঙ্ক। (নতজানু হইয়া) হে আমার দিদির পরম গুরু ! আমি করজোড়ে প্রার্থনা করছি—এই দাসানুদাস শ্যালকের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। মাত্র একমাস অপেক্ষা করলেই—আপনার উর্ব্বর শিখা আবার গজিয়ে উঠ্‌বে ! যেমনটি ছিল—ঠিক তেমনটি হবে······

কেশব। শশাঙ্ক ! তোর কি হয়েছে বল্‌তো ? কেন এত অসংযত হ'য়ে উঠেছিস্—তাতো বুঝতে পারছিনে ? তোর চোখে মুখে যেন কি-একটা যন্ত্রণার ভাব দেখ্‌তে পাচ্ছি······

শান্তি। ঠাকুমা বলেছে—বিষ্টির সময় উঠানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে মাথার চুল বাড়ে। তুমি তাই করোনা পিশেমশাই ! দেশে যাও—সেখানে বোধ হয় খুব বিষ্টি হচ্ছে। আমাদের কলকাতায় তো এখন বিষ্টি নেই ?

কেশব। চুপ কর ! বেয়াদপ মেয়ে······

(শান্তি ভয়ে ভয়ে সর্ব্বাণীর আশ্রয়ে লুকাইল। সে তাহাকে লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল)

কেশব। কৈ, ডাঃ রায় তো এখনো এলো না ? চল্ শশাঙ্ক তোকে নিয়েই যাই······

রামরূপ। কেন, কি হয়েছে ?

কেশব। খুব সম্ভব হৃদ্‌রোগ ! আমি বলি, অত পড়াশুনা করিস্‌নে।

দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকলে কি—স্বাস্থ্য ভালো থাকে ? বিকেলে তো একটু বেড়ানো উচিত ?

রামরূপ। আজকাল সন্ধ্যের পর ওঁকে নাকি অস্থানে-কুস্থানেও ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়......

কেশব। কে বলেছে ? ওর মত একজন চরিত্রবান্ ছেলের সম্বন্ধে কি যা'তা' বকছো ? তুমি দেখ্ছি—বেজায় চটে গেছে ওর উপর······

রামরূপ। প্রমাণ দিতে পারি......

কেশব। আরে যাও, যাও। তুমি একটা বদ্ধ পাগল !

রামরূপ। বাইরে যারা যত চরিত্রবান, ভিতরে-ভিতরে তাদের চরিত্র-হীনতা তত বেশী······

কেশব। মস্ত নৈয়ায়িক কিনা, তাই যখন-তখন সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে ফেলো—ধোঁয়া দেখ্লেই আগুনের খোঁজ পাও। চল্ শশাঙ্ক। একবারটি ঘুরে আসি······

শশাঙ্ক। না দাদা, আমি যাবো না। শরীরটা বড্ডই খারাপ লাগ্ছে।

কেশব। তাহলে একটু অপেক্ষা কর—এখুনি ডাঃ রায়কে নিয়ে আস্ছি আমি ·····

(ব্যাস্তভাবে প্রস্থান) (অন্যদিকে রামরূপও যাইতেছিলেন)

শশাঙ্ক। ভট্‌চাযি !

রামরূপ। (ফিরিয়া) কি ?

শশাঙ্ক। শোনো—একটা কথা আছে ·····

রামরূপ। বলো, কি বল্‌বে ?

শশাঙ্ক। (কিছুক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) নাঃ, যাও—বল্‌বো না······

রামরূপ। কি বলবে না?

শশাঙ্ক। যা বল্‌বো না, তা' বল্‌বো না। শুধু সহ্য করবো। নিজের সহিষ্ণুতাকেই পরীক্ষা করবো....যাও এখন... ...

রামরূপ। তুমি একটি নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত অমানুষ! বলবার মত কোনো কথাই তোমার নেই... (প্রস্থান)

শশাঙ্ক। (হাসিয়া) তা' সত্যি......

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। তোর কি অসুখ করেছে শশাঙ্ক?

শশাঙ্ক। দিদি! বৌদি বেঁচে আছে......

সর্ব্বাণী। তার মানে?

শশাঙ্ক। তার মানে—পাঁচবছর আগে কাশী থেকে দাদা যে 'তার' করেছিল—তা মিথ্যে......

সর্ব্বাণী। তোর কি মাথা খারাপ হলো?

শশাঙ্ক। হতে পারে। দাদা বল্‌ছে বুক খারাপ হয়েছে, তুমি বল্‌ছো মাথা খারাপ হয়েছে—ভট্‌চায্যি বল্‌ছে—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সব খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা বুঝ্‌তে পারছিনে দিদি! দাদা কি রক্ত-মাংসের মানুষ? আজ সারাদিন তার মুখের দিকে তাকাচ্ছি—আর ভাবছি—সে কি দেবতা, না দানব?

সর্ব্বাণী। তোর কথা যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে?

শশাঙ্ক। আর কেমন করে বোঝাবো বলো? এই যেমন তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ছি—কাল বৌদির সঙ্গেও ঠিক এই ভাবে কথা বলে এসেছি। বিশ্বাস করো—সে বেঁচে আছে—মরেনি......

সর্ব্বাণী। ব্যাপার কি একটু খুলে বল্‌তো......

শশাঙ্ক। ভট্‌চায্যির কীর্ত্তি! কাশীতে পথ হারিয়ে বৌদি সাতদিন

নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন—তারপর যখন পাওয়া গেল—তখন তিনি হলেন শাস্ত্রমতে পতিতা বা পরিত্যাজ্যা ! বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই দেখো… ••(ছবি দিল)

সর্ব্বাণী। (ছবি দেখিতে দেখিতে) বৌদিকে আমি চিনি। ঘটনাটা সত্যি হলেও, বৌদির বেঁচে-থাকা মিথ্যে। ছবিতে কি দেখ্‌বো ? মানুষের মত মানুষ থাকতে পারে……

শশাঙ্ক। না, না, মানুষের মত মানুষ এই বাংলাদেশে একটাও নেই। থাকলে কি, সতীলক্ষ্মীদের এমন দুর্গতি হতে পারে ? শুধু তুমি বিধবা হবে, নইলে ভট্‌চাযিকে খুন করে, আজই প্রমাণ করতাম মানুষের মত মানুষ অন্তত একটা আছে……

সর্ব্বাণী। (ভীতভাবে) মা, মা, ওমা……

শশাঙ্ক। চুপ্‌! মাকে ডেকোনা—সে এ আঘাত সহ্য করতে পারবে না…আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে—শুন্‌বে দিদি ! অন্তত একটা স্ঁচ ফুটিয়ে দেখি—দাদার গায়ে রক্ত আছে কি না ?

সর্ব্বাণী। (ছবি দেখিয়া) শশাঙ্ক ! তুই নিজে দেখে এসেছিস ? সেও স্বীকার করেছে—সে আমাদের সেই বৌদি ?

শশাঙ্ক। নিজের চোখে দেখে এসেছি ! ঠাকুরপো বলে যখন আর্ত্তনাদ ক'রে কাঁদতে লাগ্‌লো—তখন ইচ্ছে হলো, টুঁটি টিপে মেরে ফেলি ! আবার মনে হলো—কেন ? কেন মারবো ? তার অপরাধ কি ? তাকে নিয়ে পালিয়ে যাই এমন দেশে, যেখানে ভট্‌চাযির মত কসাই নেই, দাদার মত প্রাণহীন মূর্খ নেই। একটা কাজ করবো দিদি ?

সর্ব্বাণী। কি ?

শশাঙ্ক। বৌদিকে নিয়ে আসি এই বাড়ীতে। সে কেন নরকে বাস করবে ? সমাজ চাই না—ধর্ম্ম চাই না, নীতি ও সদাচারের

মুখোস খুলে, মানুষের স্বরূপ দেখ্‌তে চাই। আমি জেনে এসেছি—বুঝে এসেছি—আজও বৌদি দাদাকে ছাড়া জানে না—রোজ দাদার ফটো পূজো করে আর—চোখের জলে বুক ভাসায়। ভট্‌চায্যির শাস্ত্র কি তার দেহটাকে নিয়েই চুলচেরা বিচার করবে? দেখবে না তার প্রাণটা?

(রামরূপের প্রবেশ)

রামরূপ। হিন্দু আদর্শের উচ্চতা তুমি কি বুঝ্‌বে হে উচ্ছৃঙ্খল যুবক? হিন্দুনারীর দৈহিক পবিত্র নষ্ট হলে তার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল! গুণ্ডাদের হাতে আত্মরক্ষা যদি অসম্ভব হয়েছিল, আত্মহত্যা করেননি কেন?

শশাঙ্ক। কেন করবেন ভট্‌চায্যি? দুর্ব্বল নারীর দৈহিক পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব কার? প্রায়শ্চিত্তার্হই বা কে? আমি যদি একজন সংহিতা কার হতাম—তাহলে—কোনো একটি সতীলক্ষ্মীর দৈহিক পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হতো—সেই সমাজের দশটা পুরুষের প্রাণদণ্ড!

রামরূপ। বেশ তো, স্মৃতির পুঁথি একখানা লিখে ফেল—তারপর আমরা বিবেচনা করে দেখি—মনু বড় কি তুমি বড়? জিজ্ঞাসা করি—এত দিন তো কাশীতে ছিলেন। সেই জাতিভ্রষ্ট ম্লেচ্ছটার এঁটো পাতে প্রসাদ পেতেন। আজ হঠাৎ কলকাতায় এসে—বেশ্যাপল্লীতে ঘর নিয়েছেন কেন?

শশাঙ্ক। ছি ছি ছি—ভট্‌চায্যি! মুখ তুলে কথা কইতে পারছো? কে তাকে বাধ্য করেছে—এই ভদ্রপল্লী থেকে উঠে যেতে?

রামরূপ। তার মত একটা পতিতাকে এই ভদ্রপল্লীতে স্থান দিতে—ভদ্রলোকরা আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু, বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয় নেবার জন্যে তো কেউ বাধ্য করেনি? কাশীতে ফিরে গেলেই হতো? আসল কথাটি কি শুন্‌বে?

সর্ব্বাণী। কি?

রামরূপ। তিনি আজ—ছেলের মা-সেজে এসেছেন—কেশববাবুর জাত কোথা থেকে কার একটা ছেলে এনে, তোমার দাদার বিষয়-সম্পত্তি দাবী মারতে। করতে…

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে—বৌদি যখন কাশীতে যায় —তখন তার পেটে সন্তান ছিল। ছেলেটাকে তুই দেখেছিস্ শশাঙ্ক?

শশাঙ্ক। শুধু দেখিনি—কোলে নিয়ে আদর ক'রে এসেছি। ঠিক যেন দাদার মুখখানি…

সর্ব্বাণী। আমাকে একবার দেখাবি?

রামরূপ। সর্ব্বাণী! সেই পতিতার ছেলেটাকে যদি এ বাড়ীতে আনা হয়—তাহলে সেই মুহূর্ত্তে তোমাকে দেশে যেতে হবে। এ বাড়ীতে আর একটি দিনও অন্নজল গ্রহণ করতে পারবে না।

সর্ব্বাণী। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দাদার সর্ব্বনাশ আর করো না। ছেলে কোলে নিয়ে বৌদি যেদিন এ বাড়ীতে এসে হাজির হবে—সেই দিনই আমাকে নিয়ে চলে যেও তুমি—কোনো আপত্তি করবো না।

(শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। পিসিমা! তোমাদের বৌদি বুঝি আমার মা? ওটা বুঝি মার ছবি? আমাকে একবারটি দাও না? মাকে তো কখনো দেখিনি?

শশাঙ্ক। মাকে দেখ্‌বি শান্তি? চল্ আমার সঙ্গে…

(ডাক্তারকে লইয়া কেশবের প্রবেশ, সর্ব্বাণীর প্রস্থান)

কেশব। কোথায় যাচ্ছিস শশাঙ্ক?

শান্তি। আমার মাকে দেখতে যাচ্ছি বাবা! এই দেখো আমার মার ছবি…

কেশব। (ছবি হাতে লইয়া চিন্তিত হইলেন) হ্যাঁ—শশাঙ্কের বুকটা একজামিন করে দেখুন তো মিঃ রায় ? কি হয়েছে ওর ?

(ডাঃ শশাঙ্ককে একজামিন করিতে লাগিলেন। কেশব ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিতেছিলেন।)

ডাঃ রায়। (পরীক্ষান্তে) নাঃ, কিছুই তো নয় ! 'হেল্‌দি ইয়ং-ম্যান ! বেশ সাউণ্ড হার্ট…'

কেশব। তবে যে…

ডাঃ রায়। না, না, ভয়ের কোনো কারণ নেই—ওরূপ একটা মাস্‌কুলার পেন্‌—বা ফিক্‌-ব্যথা, সবারই হয়ে থাকে, আবার সেরেও যায়…

কেশব। কোনো ওষুধ ?

ডাঃ রায়। 'কোয়াইট আন্‌নেসেসারি' ! ওষুধ যত কম ব্যবহার করবেন, স্বাস্থ্য ততই ভাল থাক্‌বে।

কেশব। আপনি একজন ডাক্তার হয়ে এরূপ মন্তব্য করছেন ?

ডাঃ রায়। ডাক্তার বলেই ওষুধকে বড্ড ভয় করি। আমার বিশ্বাস —রোগের চয়েও ওষুধ মানুষের বেশী অনিষ্ট করে। ওষুধের অপব্যবহারের ফলে যত মানুষ মরেছে, রোগে তা' মরেনি…আসি তা' হলে, নমস্কার….

(প্রস্থান)

(জগদম্বার প্রবেশ)

জগদম্বা। হ্যাঁ বাবা কেশব ! ডাক্তার কি বলে গেল ? (শান্তিকে লইয়া শশাঙ্কের প্রস্থান)

কেশব। অসুখ-বিসুখ কিছুই নয় মা ! বুকে কোনো দোষ নেই। (একটু চিন্তা করিয়া) শোনো মা। মদনবাবুর বড় মেয়েটিকে দেখেছ তো ?

জগদম্বা। হ্যাঁ দেখেছি—বেশ মেয়েটি…

কেশব। মদনবাবু বড্ডই ধরেছেন—মেয়েটিকে শশাঙ্কের সঙ্গে বিয়ে

দিতে চান্—এই মাসের মধ্যেই। মস্ত কারবারী লোক, বহু টাকার মালিক···মেয়েটিও এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে···

জগদম্বা। যতই পাশ-করা মেয়ে ঘরে আসুক, তেমনটি আর হবে না কেশব! আমার যে সোনার প্রতিমাকে তুই মনিকর্ণিকার ঘাটে ডুবিয়ে এসেছিস্—তার মত আর পাবো না··· (চাখ মুছিলেন)

কেশব। কেন পাবে না মা! মদনবাবুর মেয়েটিও নাকি শুন্ছি, পরমালক্ষ্মী। তাকে ঘরে আন্লে তুমি সুখী হতে পারবে—বড়বৌয়ের শোক নিশ্চয়ই ভুলে যাবে···

জগদম্বা। ও কথা বলিস্নে কেশব! তেমন মেয়ে আমি কখনো দেখিনি। তার মুখখানা জীবনে ভুলবো না। সে তো মানুষ ছিল না কেশব! স্বর্গের দেবী, স্বর্গে চলে গেছে··· (চোখ মুছিলেন)

কেশব। কিন্তু মা! শশাঙ্কের যে একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। রামরূপ সর্ব্বাণীকে দেশে নিয়ে যেতে চাচ্ছে—তোমার যে বড্ডই কষ্ট হবে মা?

জগদম্বা। আমার কষ্ট? সে কেবল বাবা বিশ্বনাথ ছাড়া আর কেউ সারাতে পারবে না। যাক্, তোরা যা ভাল বুঝিস্ তাই কর্··· (প্রস্থান)

রামরূপ। এদিকে যে বড়ই বিপদ, কেশববাবু!

কেশব। কি বিপদ?

রামরূপ। অচলা কলকাতায় এসেছে······

কেশব। সে কি! কোথায়?

রামরূপ। নিকটেই একটা বেশ্যাপল্লীতে আছে। আপনার গুণধর ভাইটি শান্তিকে নিয়ে গেল সেখানে মা-দেখাতে······

কেশব। বলো কি রামরূপ? কী সর্ব্বনাশ! না, না, শান্তি সেখানে যেতে পারবে না। শশাঙ্ককে ডাকো······

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। দাদা! বৌদি নাকি বেঁচে আছে?

কেশব। কে বল্‌লে? মিছে কথা......

সর্ব্বাণী। শশাঙ্ক তাকে দেখে এসেছে, তার সঙ্গে কথা বলেছে—শান্তিকেও নিয়ে যাচ্ছে তার কাছে...

কেশব। না, না, শশাঙ্ক যাকে দেখে এসেছে—সে নির্ম্মলা নয়! শশাঙ্ক! শশাঙ্ক!

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশাঙ্ক। ডাক্‌ছো কেন দাদা?

কেশব। শান্তিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্‌?

শশাঙ্ক। শান্তি তার মাকে দেখ্‌বে—দূর থেকে দেখে আসবে। মেয়েটাকে তাঁর বুকের দুধ খেতে দাওনি। কিন্তু সেই স্বর্গের দেবীকে একবারটি দেখ্‌তেও কি দেবে না?

কেশব। কে বলেছে সে স্বর্গের দেবী? অচলা—পতিতা...

শশাঙ্ক। মিথ্যা কথা···

কেশব। শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। তুমি যে এত প্রাণহীন, নিষ্ঠুর, তা' জানতাম না...

কেশব। শশাঙ্ক! তবে কি আমায় মৃত্যু দেখবি?

শশাঙ্ক। দাদা!

কেশব। ওরে নির্ব্বোধ! তাকে আমি তোর চেয়েও বেশী ভালবাসি, কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব আর পারিবারিক কর্ত্তব্য যে সে ভালবাসার চেয়েও অনেক বড় জিনিব! তাকি তুই বুঝিস না? আমাকে বাঁচতে দে—শশাঙ্ক! বাঁচতে দে··· (শশাঙ্ককে জড়াইয়া ধরিলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

স্থান—জগদম্বার পূজার গৃহের সম্মুখ ভাগ

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—জগদম্বা পূজান্তে বাহিরে আসিয়া শান্তির মাথায় নির্ম্মাল্য দিলেন, কেশব আসিয়া প্রণাম করিলে, তাহাকেও দিলেন।

কেশব। মা! এখন কি উপায় করি বলো তো? শাশাঙ্ক যে কোথায় গেল—কেউ বলতে পারছে না।

জগদম্বা। কি আর বলবো বাবা! তোরা আমার ছেলে হ'লেও তোদের কাছে আজ ওই শান্তির মতই অসহায়, অবুঝ মেয়ে বৈ আমি আর কি? যা ভাল বুঝিস তাই কর···

(সর্ব্বাণী আসিয়া জগদম্বাকে প্রণাম করিয়া নির্ম্মাল্য লইল)

কেশব। কোনো খবর পেলি সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। না দাদা!

কেশব। এখন উপায় কি? গাত্রহরিদ্রার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, সন্ধ্যালগ্নে বিয়ে—একটি ভদ্রলোকের জাত যাবে যে···

(রামরূপ আসিয়া জগদম্বাকে প্রণাম করিয়া নির্ম্মল্য লইলেন)

কেশব। কি খবর রামরূপ! কোনো সন্ধান পেলে?

রামরূপ। সন্ধান তো পেয়েছি—কিন্তু!

কেশব। কিন্তু কি ?

রামরূপ। তার আশা ছেড়ে দিন। সে আপনাকে লোক-সমাজে অপদস্থ করবেই···

কেশব। বলো কি ? শশাঙ্কের মত উচ্চশিক্ষিত ভাই আমার···

সর্ব্বাণী। সে তো বলেছিল—মদনবাবুর মেয়েকে বিয়ে করবে না। কেন তুমি তাড়াতাড়ি পাকা দেখে দিন স্থির করে ফেল্‌লে ?

কেশব। দেখ্‌ সর্ব্বাণী! আমি এখনো মরিনি। তোরা—যার যা খুসী তাই করবি—আর আমি তা' সহ্য করবো ? বলি, তোরা আমাকে ভেবেছিস কি ?

সর্ব্বাণী। রাগ ক'রো না দাদা! আমি তা' বলছি না···

কেশব। তবে আর কি বলছিস্ ? শশাঙ্ককে বিয়ে দেবার কর্ত্তা কে ? আমি ? না, সে নিজে ? মদনবাবুর মত লোক, একটা বংশের ছেলে—মস্ত কুলীন—কোটিপতি লোক! তার মেয়ে শশাঙ্কের অনুপযুক্ত ? নেহাৎ সৌভাগ্য যে মদনবাবু তাঁর মেয়েকে আমাদের ঘরে দিতে রাজী হয়েছেন ··

সর্ব্বাণী। শশাঙ্ক বলছিল—তিনি নাকি চরিত্রহীন—মাতাল···

রামরূপ। বড়লোকের ওরূপ একটু দোষদৃষ্টি থাকে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বলি, মদনবাবুর মেয়ে তো মদ খায় না ? স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি···

কেশব। বলো রামরূপ—শশাঙ্ক কোথায় ? আমি নিজে যাবো—জুতো মারতে মারতে নিয়ে আসবো এখানে—তবে আমার নাম—কেশব রায়···

জগদম্বা। বাবা কেশব!

কেশব। চুপ করো মা। শশাঙ্ক আমার ছোট ভাই—আমিই তাকে

লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, সে করবে আমাকে অপমান? মদনবাবুর জাত যাবে, লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। তুমি কি বলছো মা? বলো রামরূপ—শশাঙ্ক কোথায়?

কেশব। অচলার বাড়িতে? (কেশব ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন—নিজের আঙ্গুল কামড়াইয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন) পাজি, নেমকহারাম, ছোটলোক…

জগদম্বা। অচলা কে বাবা রামরূপ?

রামরূপ। একটা পতিতা…

(ঝণ্টুর প্রবেশ)

ঝণ্টু। মদনবাবু এসেছেন…

রামরূপ। আসুন, আসুন মদনবাবু?

(জগদম্বা ও সর্ব্বাণী অন্তরালে গেলেন)

মদন। একি শুনছি কেশববাবু! আপনার কথায় বিশ্বাস করেছি, আপনার ভাইটি উচ্চ শিক্ষিত জেনেছি, নিজে একবার দেখাটাও আবশ্যক বোধ করিনি। এখন এসব কি ব্যাপার? আপনাকে একজন দেবতার মত লোক বলেই জানি—আর আপনি করবেন আমার এমন সর্ব্বনাশ?

কেশব। উচ্চ শিক্ষিতই বটে? ওঃ ভগবান্…

রামরূপ। উনি আর কি করবেন মদনবাবু? একে কলিকাল, তাতে আবার ইংরিজি শিক্ষা। শুন্‌লাম শশাঙ্ক সেদিন নাকি গলার পৈতেটাও ফেলে দিয়েছে! বংশের ছেলে আপনি, এমন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা আপনারও কর্ত্তব্য নয়…

মদন। বাড়ি-ভরা আত্মীয়-কুটুম্ব। নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবরাও অনেকে উপস্থিত। বরাভরণ বরশয্যা সবই আমদানী ক'রে ফেলেছি—অভ্যুদায়িক সেরে পুরোহিত বসে আছেন—এখন আমি কি করি বলুন তো?

রামরূপ। একটা কাজ করলে বোধ হয় মন্দ হয় না···

কেশব। কি? কি রামরূপ?

রামরূপ। হঠাৎ শুন্‌লে আপনার হয়তো একটু খারাপ লাগ্‌তে পারে, কিন্তু সবদিক চিন্তা করে দেখ্‌লে কাজটা নেহাৎ অসমীচিন মনে হবে না···

মদন। কি, কি, বলুন আপনি··

রামরূপ। ধরুন—কেশববাবু নিজেই যদি মেয়েটিকে বিয়ে করেন?

কেশব। ছিঃ রামরূপ!

রামরূপ। দোষের কথাটা কি কেশববাবু? বিপত্নিক আপনি। বয়সে শশাঙ্কের চেয়ে মাত্র পাঁচ-ছ বছর বড়। মেয়েটীও বয়স্থা। পাত্র হিসাবে শশাঙ্কের চেয়ে আপনাকে পছন্দ করা মদনবাবুর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য···

কেশব। আঃ চুপ করো, বাজে বকো না···

মদন। কিন্তু, আমার জাত যায় যে? আমি এখন কি উপায় করি সে কথাটা বলুন?

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

কেশব। (চিৎকার করিয়া উঠিলেন) শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। কি দাদা? (হাসিল)

কেশব। হাসছিস্?

মদন। এই কি কেশববাবুর ভাই শশাঙ্ক? (একান্তে) ভট্‌চায্যি মশাই! বাইরে এসে একটা কথা শুনুন তো···

(উভয়েই প্রস্থান)

কেশব। শশাঙ্ক! এত অপমান, এত লাঞ্ছনা সহ্য করবার মত ধৈর্য্য আমার নেই। তাকি তুমি জানোনা?

শশাঙ্ক। কেন জান্‌বো না দাদা? লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভয়ে তুমি তোমার হৃদ্‌পিণ্ডটা পর্য্যন্ত ছিঁড়ে ফেল্‌তে পার তা'ও তো জেনেছি। আমাকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে? দাও, আমি সে জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি···

কেশব। প্রস্তুত হয়ে এসেছ? আমার পারিবারিক জীবনের একটা অতি কুৎসিৎ ঘটনাকে ফেনিয়ে তুলে—লোকসমাজে অপদস্থ করতে চাও আমাকে? ওরে শশাঙ্ক! তোর আর সর্ব্বার মুখের দিকে চেয়ে, শান্তিকে বুকে নিয়ে, সব-কিছু ভুলে থাকৃতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, আজ বুঝ্‌তে পারছি, তোদের ইচ্ছে নয় যে—আমি আর একটি দিনের জন্যেও বেঁচে থাকি ··

শশাঙ্ক। দাদা! শুধু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দাও, বৌদির অপরাধ কি?

কেশব। জানিনা। জান্‌বার প্রবৃত্তিও হয়নি কোন দিন। এইটুকু মাত্তর জানি, সমাজের চোখে সে নিন্দনীয়া, শাস্ত্রার্থে সে পতিতা, আমাদের অস্পৃশ্যা! তাই তাকে ত্যাগ করেছি। যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে—দু'হাতে বুক চাপড়ালে, মানুষ যতটুকু সুখ পায় তাই পেয়েছি···

শশাঙ্ক। সত্যি বলো তো, বৌদি সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? তুমি ক মনে করো···

কেশব: আমি কি মনে করি—সে কথা জেনে কি লাভ শুনি? ওরে হতভাগা! সে তো ছিল আমার বৌ? পাঁচ বছর তাকে নিয়ে সংসার করেছি—তার সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তুলবার সুযোগ কি আমার চেয়েও তোদের বেশী হয়েছে? মনে ভেবেছিস বুঝি—আমার বুকে একটুও ব্যথা নেই—আমার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই—তোরাই শুধু কাঁদতে জানিস্‌···　　(চোখ মুছিলেন)

শশাঙ্ক। দাদা! (কাঁদিল)

কেশব। কাঁদ্—শশাঙ্ক! তোরাই কাঁদ্। আমি হাসি—আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করি। ওরে অবুঝ! আজ পাঁচ বছর আমি যা সহ্য করে আসছি—তুই কি একটা দিনও তা সইতে পারলিনে?

শশাঙ্ক। এ সহিষ্ণুতার মধ্যে তোমার কোনো বাহাদুরী নেই। অন্যায়কে সহ্য করা আরো বেশী অন্যায়…

কেশব। কিন্তু, সমাজ তো তাকে আমার চোখ দিয়ে দেখবে না, বা আমার ধারণা নিয়েও বিচার করবে না…?

শশাঙ্ক। মুর্খের সমাজ! ভট্‌চাযিঢ়র অনুস্বর-বিসর্গ দিয়ে যে সমাজ তৈরী হয়েছে, যে সমাজ—প্রাণের বিচার করে না, মনের খবর রাখে না, সে সমাজকে কেন মানবো? দণ্ডবিধি-আইনে সন্দেহের সুযোগ ও সুবিধা আসামীর প্রাপ্য। দশটা অপরাধীও যদি মুক্তি পায়, সেও ভালো, তবু একটা নিরপরাধকে ফাঁসি দেওয়া উচিত নয়। আর তুমি জেনে শুনে সতী লক্ষ্মীকে সমাজ-জহ্লাদের হাতে তুলে দিয়েছ, নিরপরাধীকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়েছ?

কেশব। শশাঙ্ক আমাকে ক্ষমা কর। একটা ক্ষতকে অমন ক'রে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিস্‌নে। আমার নির্ম্মলা মরে গেছে। দেশ-বিখ্যাত গায়িকা অচলা যে একটা পতিতা—এ বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। ছেড়েদে তার কথা…

শশাঙ্ক। কিন্তু তোমার ছেলে?

কেশব। আমার ছেলে!

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, দিদির কাছেও শুনেছি—বৌদি যখন কাশীতে যায়—তখন সে ছিল অন্তস্বত্তা—তোমার সেই ছেলেটির বয়স প্রায় পাঁচ বছর হয়েছে আজ! তাকেও কি তুমি ত্যাগ করবে?

কেশব। তা' ছাড়া আর উপায় কি? অচলার ছেলেকে আমার ছেলে ব'লে স্বীকার করতে তো পারবো না? সে সব কথা এখন থাক। তোর হাত দু'খানা ধরেছি—মদনবাবুর মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে আমার মান-সম্ভ্রম রক্ষে কর—লোক-সমাজে আর অপদস্থ করিসনে আমাকে···

শশাঙ্ক। তোমার আদরের ভগ্নিপতি—তোমার বুদ্ধিমান-পরামর্শদাতা, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—রামরূপ ভট্‌চায্যি উপদেশ মত কাজ করো, তাহলেই সবদিক রক্ষে হবে···

কেশব। কি বলছিস তুই?

শশাঙ্ক। বংশের ছেলে মদনবাবু! তার মেয়েকে বিয়ে ক'রে, নিজেই নিজের বংশ-গৌরব বাড়িয়ে তোলো—আমাকে আর কি দরকার?

কেশব। শাশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। দাদা, তুমি মানুষ নও···

কেশব। আমি পশু, অতি হিংস্র পশু! তোকে আজ টুঁটি টিপে মেরে ফেল্‌বো···

(আক্রমণ করিলেন—সর্ব্বাণী ছুটিয়া আসিয়া ছাড়াইয়া মাঝখানে দাঁড়াইল)

সর্ব্বাণী। দাদা! তুমি ক্ষেপেছে? যা' শশাঙ্ক! বেরিয়ে যা এখান থেকে···

শশাঙ্ক। যাচ্ছি, পায়ের ধুলো দাও দাদা! তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না। মনে করো না, তোমার প্রতি এতটুকুও শ্রদ্ধাহীন হয়েছি আমি। এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তি—মানুষের উপর মানুষের নেই! বহু মানুষ দেখেছি—তুমি তো মানুষ নও? দেবতা দেখিনি—হয় তো তুমি তাই—তুমি তাই···　　(প্রস্থান)

কেশব। সর্ব্বাণী! একটু এগিয়ে দেখ্‌তো—শশাঙ্ক কতদূর গেল?

তাকে ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন……ওকি! হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলি কেন? সে চলে গেল যে—শীগ্‌গীর যা…

সর্ব্বাণী। আবার হয়তো তাকে মারবে। যাক্ না—একটু ঘুরেই আসুক…

কেশব। না, না, সে আর আস্‌বে না। জীবনে কখনো তার গায়ে হাত তুলিনি। আজ টুঁটি টিপে ধরিছি। বড্ড ব্যথা দিইছি। তুই ছুটে যা সর্ব্বাণী, তাকে ধরে আন্—নইলে সে আর আস্‌বে না…

(রামরূপের প্রবেশ)

রামরূপ। শশাঙ্কের সঙ্গে মদনবাবু তাঁর মেয়ে বিয়ে দেবে না কেশববাবু।

কেশব। কেন? কেন?

রামরূপ। তিনি নিজেই নাকি শশাঙ্ককে কবে দেখেছেন—একটি পতিতার কাছে বসে মদ খেতে…

কেশব। হুঁ, বুঝতে পেরেছি। তা'হলে মদনবাবুও অচলার ওখানে যাতায়াত সুরু করেছেন? সে কথা আগে বলোনি কেন?

(সর্ব্বাণীর প্রস্থান)

রামরূপ। শশাঙ্ক যে একটু মদ্যপান করে—সে কথা আমি তো অনেকের কাছেই শুনেছি…

কেশব। তারা মিথ্যাবাদী…

রামরূপ। হতে পারে। মোটের উপর মদনবাবু শশাঙ্কের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। আপনাকে জামাই করতে তাঁর আপত্তি নেই…

কেশব। বটে? তুমি কী রামরূপ! সত্যিই কি শুধু অনুস্বর আর বিসর্গ ছাড়া তোমার ভিতর কিছু নেই?

রামরূপ। মদনবাবু আর একটা কথাও বলেছেন…

কেশব। কি ?

রামরূপ। অপনি যদি রাজী না হন—তাহলে তিনি ক্ষতিপূরণের মামলা রুজু করবেন···

কেশব। তাঁর মেয়েটার ক্ষতি না-করে, তাঁর ক্ষতিপূরণ করাই বোধ হয় হবে, আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ...তাই নয় কি ?

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। দাদা, শশাঙ্ক চলে গেছে···

কেশব। বেশ করেছে—তুইও রামরূপের সঙ্গে চলে যা এখান থেকে···

(জগদম্বার প্রবেশ)

জগদম্বা। বাবা কেশব ! বৌমা নাকি বেঁচে আছে ?

কেশব। এ শুভসংবাদটি তুমি কোত্থেকে জান্‌লে মা ?

জগদম্বা। শান্তি বল্‌ছিল—আজ নাকি সে তার মাকে দেখ্‌তে যাবে···

কেশব। বেশ্‌তো যাক্—আমি আর আপত্তি করবো না···

জগদম্বা। তা'হলে সত্যিই বৌমা বেঁচে আছে ? বলিস্ কি ? তোর কথা যে আমি বুঝতে পারছিনে কেশব ?

কেশব। বুঝিয়ে দাও রামরূপ !

রামরূপ। মদনবাবু প্রস্তাব করেছেন—কেশববাবু নিজেই তার মেয়েটিকে বিয়ে করুন। সেই কথা শুনেই হয়তো মনে ভেবেছে—তার একটা মা আছে···

কেশব। ছিঃ রামরূপ। মার সঙ্গে রহস্য করো না। সত্যিই বড়বৌ বেঁচে আছে মা ! তবে সে বেশ্যাবৃত্তি করছে···

জগদম্বা। (সর্ব্বাণীকে ধরিয়া) এরা কি বল্‌ছে সর্ব্বা ?

কেশব। যা সর্ব্বা! মাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যা—যা শুনেছিস্ সবই বলিস্। কিছুই গোপন করিস্নে।

(সর্ব্বাণী জগদম্বাকে লইয়া গেল)

রামরূপ। আমার মনে হয়—মদনবাবুর মেয়েটিকে বিয়ে করে আবার সংসারধর্ম্মে মনোযোগী হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য! নতুবা সবই বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়বে···

কেশব। সর্ব্বাণীকে নিয়ে কবে তুমি দেশে যাচ্ছ?

রামরূপ। আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে···

কেশব। আর সহানুভূতি দেখিও না রামরূপ! এখন আমাকে মুক্তি দাও। আমি একটু একলা থাকতে চাই···

রামরূপ। মদনবাবুকে কি বলবো?

কেশব। আর বিরক্ত করো না—যাও এখন—আমি তাঁর ক্ষতিপূরণই করবো······ (চিন্তিতভাবে রামরূপের প্রস্থান)

(নেপথ্যে ভোলার গান শোনা গেল)

কেশব। ঝণ্টু!

(ঝণ্টুর প্রবেশ)

ঝণ্টু। হুজুর!

কেশব। কে গান গাইছে রে?

ঝণ্টু। একটা বুড়ো ভিখারী।

কেশব। ডেকে আন এখানে, গান শুনবো···

(ঝণ্টুর প্রস্থান)

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। দাদা!

কেশব। কি সর্ব্বা?

সর্ব্বাণী। মা কাঁদছে···

কেশব। (হাসিয়া) আমার মত হাসতে পারছেন না, তাই কাঁদছেন। যা, তাঁকে ঠাকুর-দেবতার কথা বলে সান্ত্বনা দেগে···

সর্ব্বাণী। দাদা! একটা কথা বলবো? রাগ করবে না?

কেশব। টুঁটি টিপে ধরবো—সেই ভয় হচ্ছে? আমার কাছে আয় সর্ব্বা! (মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে) বল্ কি বল্‌বি? তোদের কথা শুনে যদি আর কখনো রাগ হ'য়ে ওঠে—নিজের টুটিটাই নিজে টিপে ধরবো। তোদের আর ব্যথা দেবো না···

সর্ব্বাণী। শশাঙ্ক বলছিল—ছেলেটাকে নিয়ে এলে, বৌদি নাকি বিষ খেয়ে মরে যেতে রাজী আছে। শুধু ছেলেটার জন্যেই মরতে পারছে না...

কেশব। তুই যা, তা হলে ছেলেটাকে নিয়ে আয়—সে মরুক।

সর্ব্বাণী। যাবো?

কেশব। অনুমতি চাস্? আমার অনুমতি নিয়ে কোনো কাজ করবার অধিকার কি তোর আছে? জিজ্ঞাসা কর—রামরূপ কি বলে?

(ভোলাকে লইয়া ঝণ্টুর প্রবেশ)

কেশব। তুমি গান গাইছিলে?

ভোলা। হ্যাঁ, বাবা···

কেশব। গানটা আবার গাও তো শুনি

ভোলা। (গাহিল)

কে জানে তোর বোঝা এমন ভারি?
পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে—
বইতে যে আর নাহি পারি।

সূর্য্য গেল অস্তাচলে—
পাখীরা সব দলে দলে,
ঢুক্‌লো নীড়ে—আমার কি রে—
　　নাই কোন ঘর-বাড়ি ?

একাদশীর চন্দ্র রেখা, ক্লিষ্ট উপবাসী,
লজ্জানত ম্লানমুখে তার ফুট্‌লো মধুর হাসি—
গগন-ঘেরা তারার মালা !
ঝোপের কোলে জোনাক জ্বালা,
তোর বোঝা তুই ফিরিয়ে নে রে—
　　ওরে, আমাকে দে ছাড়ি।

কেশব। কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ?

ভোলা। বড়লোকের নজর এই গরীবের উপর কোথায় কখন পড়েছে—তা' সে কি করে জানবে হুজুর ?

কেশব। কা—শী—তে ··

ভোলা। হ্যাঁ বাবা, আমি কাশীতেই থাকি···

কেশব। কাশীতে, মণিকর্ণিকার ঘাটে, তুমিই কি ? তুমিই কি আমার স্ত্রী—কে···

ভোলা। খুন করেছি ? বলো, বলো, বলে ফেলো—পুলীশে ধরিয়ে দাও। পাঁচ বছর জেল খেটেছি—এখন ঢুকলে আর বের হবো না। এদিককার মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে···আর ভয় করিনে...

কেশব। তুমিই যেন মনে হচ্ছে···

ভোলা। 'মন' ব'লে কোনো জিনিষ কি তোমার আছে বাবা ?

কেশব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই…

ভোলা। চিনেছ তা'হলে? ধন্যবাদ!

কেশব। তুমিই এনেছিলে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে—আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে…

ভোলা। সেও ভালো—খুনী-আসামী বলে থানায় পঠিয়ে দিও না বাবা! বুড়ো বয়সে আর জেল খাট্‌তে পারবো না…

কেশব। আমার স্ত্রী এখন কোথায় আছেন?

ভোলা। অদৃষ্ট তাকে যেখানে রেখেছেন…সেখানে। টিকি-নামাবলীর শাসন যতদিন কায়েম আছে, ততদিন মেয়েদের স্থান হয় সোনাগাছি—আর না হয় তুলসীতলা!

কেশব। কলকাতায় এসে কোনো ভদ্রপল্লীতে উঠলেন না কেন?

ভোলা। কেন উঠবেন? পতিতারও একটা আত্মসম্মান বোধ আছে। তোমাদের মত ভদ্রলোকের মুখ-দেখা যে তার পক্ষে মহাপাপ… তাই তিনি পতিতালয়েই বাস করছেন…

কেশব। তার নাকি একটি ছেলে আছে?

ভোলা। ছেলেও আছে, ছেলের বাবাও আছে…

কেশব। বাবাও আছে, মানে?

ভোলা। কত রথী, মহারথী, আমির, ওমরাহরা আসছেন-যাচ্ছেন, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন—দু'চারটে জুড়ি গাড়ি সব সময়েই দাঁড়িয়ে আছে তার দরজায়। ছেলেটা সবাইকেই 'বাবা' ব'লে অভ্যর্থনা করছে। নিজের 'বাবা' যাকে ছেলে বলে আমল দিলেন না, পরের বাবাকে 'বাবা' বলে ডাকা ছাড়া, তার আর কি উপায় আছে, বলো?

কেশব। তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে?

ভোলা। চট্‌ছো কেন বাবা! তুমিও চলো না একদিন! তোমাকেও

'বাবা' বলে ডাকবে। পতিতাকে ঘরে আনাই দোষ, কিন্তু পতিতার ঘরে যাওয়া তো তোমাদের সভ্য সমাজে কোনো দোষের কাজ নয়? মুনি-ঋষির মত ফোঁটা-তিলক-কাঁটা কত বড় বড় পণ্ডিতরাও পদধুলি দিচ্ছেন সেখানে···

কেশব। ঝণ্টু! এই ভিখারীটাকে তাড়িয়ে দেতো···

ভোলা। তাড়িয়ে দিতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি···

(কিছুদূরে গেলে সর্ব্বাণী কাছে গেল)

সর্ব্বাণী। শোনো ভিখিরী! তুমি যা' বল্‌লে তাকি সত্যি?

ভোল। সত্যি কথা কেন বল্‌লো? মিথ্যের সংসার! মিথ্যে অপবাদ দিয়ে, সতীলক্ষ্মীকে যারা নরকে ফেলে রেখেছে—তাদের কাছে সত্যির কি কোনো মর্য্যাদা আছে? মাঝে মাঝে আমি আস্‌বো—তোমার দাদাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করবো—তবে আমার নাম ভোলাপাগ্‌লা··· (প্রস্থান)

সর্ব্বাণী। (কেশবের নিকটে গিয়া) দাদা! বৌদিকে নিয়ে এসো এ বাড়িতে···

কেশব। ভিখারী যা' বল্‌লো—তা' শুনেও কি তুই তাকে আন্‌তে বল্‌ছিস? ছি ছিঃ, সর্ব্বা! তার কথা আর মুখে আনিস্‌নে···

সর্ব্বাণী। বৌদি পতিতা হতে পারে না দাদা! আমি বল্‌ছি—আজও সে দেবতার পায়ের ফুলটির মতই পবিত্র আছে। নইলে, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করতো। তুমি কি তাকে চেন না? সে যে বেঁচে আছে—এইটাই তার পবিত্রতার বড় প্রমাণ···

(ঝণ্টুর প্রবেশ)

ঝণ্টু। দিদিমণি! খুকুরাণীকে কোথায়ও খুঁজে পাচ্ছিনে···

কেশব। নাই বা পেলি, কি দরকার? সে কোথায় গেছে, তা' আমি জানি। তুই এখন তোর কাজে যা···

ঝণ্টু। এখনো যে তার খাওয়া-দাওয়া হয়নি ··

কেশব। তাতে তোর কিরে হারামজাদা! যা' যা, আর বেশী দরদ দেখাস্‌নে। ওরা কেউ এখানে থাকবে না...

(ঝণ্টুর প্রস্থান)

(একটি ছোট ছেলে কোলে লইয়া জগদম্বার প্রবেশ)

জগদম্বা। বাবা কেশব! শশাঙ্ক এসে এই ছেলেটিকে আমার কোলে দিয়ে গেল, আর শান্তিকে নিয়ে গেল। বলে গেল—শান্তিকে নাকি আমরা আর পাবোনা। এর মানে কি বল্‌তো?

(রামরূপের প্রবেশ)

কেশব। তাই নাকি? শশাঙ্কের ইচ্ছে—শান্তি সেই পতিতার কাছেই থাকবে? শুনেছ রামরূপ?

রামরূপ। শশাঙ্কের ইচ্ছে বল্‌বেন না। শশাঙ্ক যার কুমতলবে চালিত হচ্ছে—তার ইচ্ছে!

কেশব। তার এ ইচ্ছের মানে কি—বল্‌তে পার?

রামরূপ। মানে খুবই সোজা। ছেলেটা আপনার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হোক্‌—আর শান্তি বড় হয়ে পতিতাবৃত্তি আরম্ভ করুক—এ ছাড়া আর কিছুই নয়···

কেশব। কী ঘেন্নার কথা! না, না, তা হতে পারে না। আমি নিজেই যাবো শান্তিকে ফিরিয়ে আন্‌তে···

জগদম্বা। কেশব! আর ভুল করিসনে। শুধু শান্তিকে নয়—বৌমাকেও নিয়ে আসিস্‌...

কেশব। তা আর হয়না মা! রামরূপের পরামর্শের সে সুযোগ একেবারেই হারিয়েছি। বড়বৌ এখন, নরকের শেষ সীমায় গিয়ে

পৌঁছেচে। চলো রামরূপ, শান্তিকে নিয়ে আসি। মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে তো—তার অপরাধ কি ?

(উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

সর্ব্বাণী। ছেলেটী একবার আমার কোলে দাও না মা ?

রামরূপ। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) না, ওছেলে তুমি স্পর্শ করতে পারবে না—সাবধান !

কেশব। কেন রামরূপ ? ও যে আমার ছেলে, তা' আমি জানি। তোমার পরামর্শে ওর মাকে ত্যাগ করেছি বটে—কিন্তু ওকে ত্যাগ করবো না—বা শান্তিকেও পতিতা হতে দেবনা—বুঝলে ? এখন চলো, চলো···

(উভয়ের প্রস্থান)

জগদম্বা : ভগবান ! এদের সুবুদ্ধি দাও...

২য় দৃশ্য

স্থান—**অচলার গৃহ সম্মুখে বারান্দা**

কাল—**সন্ধ্যা**

দৃশ্য—ভোলাপাগলা প্রবেশ করিল।

ভোলা। মা, মা, ওমা !

(ঝি-দুনিয়ার প্রবেশ)

দুনিয়া। ডাকিছো কেনে ?

ভোলা। মা কোথায় ?

দুনিয়া। কাশী যাবে ব'লে, মোট্‌ঘাটারি সব গোছাইছে·

ভোলা। বলিস কি ? আজই কাশী যাবে মানে ?

(অচলার প্রবেশ)

অচলা। হ্যাঁ বাবা! আজই কাশী যাবো—এখানে আর একটি দিনও থাক্‌বো না…

ভোলা। কেন?

(দুনিয়ার প্রস্থান)

অচলা। শশাঙ্ক এসে ছেলেটাকে নিয়ে গেছে। যার ছেলে তার কাছে পৌছে দিয়েছি। এখানে আর কেন থাক্‌বো?

ভোলা। কেশববাবুর কাছে পৌছে দিয়েছ—কিন্তু তিনিও যে নিয়েছেন—এ খবর তো এখনো পাওনি?

অচলা। তাঁর ভাই যখন নিয়েছে—তখন তাঁরও নেওয়া হয়েছে। ছেলের ভাবনা আর ভাব্‌বো না আমি। তুমি তো আমাকে মরতে দেবেনা? বাকি ক'টাদিন মা-অন্নপূর্ণার দোরেই কাটিয়ে দেব--এখানে আর থাক্‌বো না…

(যাইতেছিল—বাধা দিয়া দুনিয়ার প্রবেশ)

দুনিয়া। দিদিমণি! সেই বাবুটি আবার আসিয়েছে। তার সোঙ্গে একটা গোলাব-ফুলের মতো টুক্‌টুকে মেইয়ে…

অচলা। নিশ্চয়ই শান্তি! কী ভয়ানক কথা! এই নরকে শান্তিকে কেন নিয়ে এসেছে সে?

ভোলা। হা হা হা! শশাঙ্ক বোকা ছেলে নয় মা! সে তোকে মুক্তি দিচ্ছে না, আরো শক্ত করে বাঁধছে! যা দুনিয়া! তাদের ওপরে নিয়ে আয়...

(দুনিয়ার প্রস্থান)

অচলা। শান্তির বয়স তখন তিনবছর—তখনো সে আমার দুধ খেতো, আধ-আধ কথা বল্‌তো! আজ সে ন'বছরের মেয়ে! সব কথাই

বল্‌তে শিখেছে—সব-কিছু ভাব্‌তে ও বুঝ্‌তে শিখেছে। যদি, সে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে—কি জবাব দেবো বাবা ?

ভোলা। বল্‌বি—আমি তোর মা···

অচলা। না, না, তা' বল্‌তে পারবো না—তার চোখের দিকেও চাইতে পারবো না। শুধু বুকে চেপে ধরে অজস্র চুমো খাবো—তার সব জিজ্ঞাসার মুখ বন্ধ ক'রে দেবো—কিন্তু, কিন্তু···(অস্থির হইল)

ভোলা। কিন্তু আবার কি ? অতো অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছিস্ কেন ?

অচলা। সে যে এখন বড় হয়েছে—তারও যে বুদ্ধি হয়েছে বাবা ! সেও যদি আমাকে পতিতা ব'লে ঘৃণা করে ? আমার কোলে আস্‌তে না চায় ? তা'হলে কি করবো ? না, না, আমি পালিয়ে যাই—পথছাড়ো বাবা, আমি পালিয়ে যাই···

ভোলা। (হাত তুলিয়া) শান্ত হ'মা—শান্ত হ···

(শান্তি ও শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশাঙ্ক। বৌদি ! শান্তিকে নিয়ে এসেছি···

শান্তি। কাকাবাবু ! (উৎফুল্লভাবে) ঐ বুঝি আমার মা ! আমার মা তো খুব সুন্দর ! (নিকটে গিয়া) কী সুন্দর চোখ ছুটি ! তুমি পায়ে আল্‌তা পরো না কেন মা ? আস্‌বার সময় কাকাবাবু একশিশি আল্‌তা কিনে দিয়েছে—তোমার পায়ে পরিয়ে দিতে বলেছে—কী সুন্দর পাহুখানা··· (আল্‌তা পরাইতে লাগিল)

শশাঙ্ক। আমি এখন আসি বৌদি ?

অচলা। তার মানে ? তুমি কি শান্তিকে এখানে রেখে যেতে চাও ? কি বল্‌ছো তুমি ··?

শশাঙ্ক। খোকাকে দাদার কাছে পৌঁছে দিয়েছি, শান্তিকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি—আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে গেছে···

অচলা। না, না, তা' হতে পারে না ঠাকুরপো! চারিদিকে গান-বাজনা চল্‌ছে—মাতালের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। এ কুৎসিৎ আবহাওয়ায় শান্তিকে আমি একটি রাত্তিরও রাখ্‌বো না···

শান্তি। (অচলাকে জড়াইয়া ধরিয়া) আমাকে তাড়িয়ে দিও না মা! আমি কী অন্যায় করেছি? আমি জান্‌তাম—আমার মা নেই—সে মরে গেছে! বাবা মিছে কথা বলেছে—সে দোষ কি আমার? কেন আমাকে তাড়িয়ে দেবে!

ভোলা। ওরে, তোদের বিচারক এসে হাজির হয়েছে! তোকে আর তোর সোয়ামীকে জবাবদিহি করতে হবে। আমি সাক্ষী দিদিমণি! আমি সাক্ষী! তোমার আর খোকনের কোনো অপরাধ নেই। অপরাধী ওরা! ওদের ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দাও...আমি আনন্দে নেত্য করি···

অচলা। শান্তি! আমি তোমার মা নই। তোমার কাকাবাবু মিছে কথা বলেছে।

শান্তি। আমি জানি—সে কখ্‌খনো মিছে কথা বলে না। মিছে কথা বল্‌লে আমাকে যিনি ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারেন, তিনি কি কখনো মিছে কথা বল্‌তে পারেন? সত্যিই যদি তুমি আমার মা না হও—তাহলে কেন কাঁদ্‌ছো?

ভোলা। ঠিক্ ঠিক্—চোখের জলে যে সত্যি ধরা পড়ে—মুখের বাকি দিয়ে কি তাকে মিথ্যে প্রমাণ করা যায়? ওরে বেটি! সরল শিশু-বিচারকদের কাছে ফাঁকিবাজি চলবে না···

অচলা। শান্তিকে নিয়ে যাও ঠাকুরপো!

শশাঙ্ক। না। শান্তি তোমার কাছেই থাক্‌বে···

অচলা। তার ভবিষ্যৎ?

শশাঙ্ক। স্ত্রীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যিনি উদাসীন—মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তার কোনো উদ্বেগ বা অশান্তির কারণ আছে বলে মনে হয় না ··

অচলা। আমার কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে—তা'বলে মেয়েটার সর্ব্বনাশ কেন করবো ঠাকুরপো ?

শশাঙ্ক। সে দুর্ভাবনা আমার নয় বৌদি! তোমাদের। দাদা এসে যদি তার মেয়েকে নিয়ে যায়, যাবে। আমি তো জন্মের মতই চলে যাচ্ছি তার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে...

অচলা। কোথায় যাচ্ছ ?

শশাঙ্ক। যেদিকে দু'চোখ যায়! দাদা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দেবতা, আমি মানুষ! দেবতার সঙ্গে মানুষের তো কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না ?

শান্তি। সে কি কথা কাকাবাবু! তুমি যে তখন বল্‌লে, বাবা তাড়িয়ে দিলেও তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না। আমরা দু'জন মার এখানেই থাক্‌বো ?

শশাঙ্ক। দেখ্‌ছিস্ না—তোর মাও আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে ?

শান্তি। তোমার পায় পড়ি মা! কাকাবাবুকে তাড়িতে দিও না। আমি দেখেছি—বাবা ওঁকে মেরেছে—উনি কোনো দোষ করেননি। বাবাকে এবার আমি এমন জব্দ করবো···

অচলা। কি ক'রে জব্দ করবে শান্তি ?

শান্তি। বাবার কাছে আর ফিরে যাব না—তার সঙ্গে কথাই বল্‌বো না···

ভোলা। ভুল বুঝেছ দিদিমণি! তাতে সে জব্দ হবে না। আমি দেখে এসেছি—সে এত শুক্‌নো, এত নীরস যে—ভাঙ্‌বে, তবু মচ্‌কাবে না।

শশাঙ্ক। আমি এখন আসি বৌদি!

শান্তি। কাকাবাবু ! (কাঁদিতে লাগিল)

শশাঙ্ক। কাঁদিস্‌নে শান্তি ! আমি মাঝে মাঝে এসে দেখা করবো···

(প্রস্থান)

অচলা। (বুকে টানিয়া) কেঁদনা শান্তি ! তোমার চোখের জল আমি সইতে পারছিনে...

শান্তি। কেন সইতে পারছো না ? (অভিমানভরে সরিয়া দাঁড়াইল) তুমি তো আমার মা নও ?

অচলা। (কাঁদিয়া) আমাকে আর শাস্তি দিও না, আর তিরস্কার করো না শান্তি ! সত্যিই আমি সইতে পারছিনে। বুক ফেটে যাচ্ছে ·· তোমাকে বুকে টেনে নিতে না পেরে—উঃ ! বাবা ! রাত্তির হ'য়ে এলো যে—তুমিই ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো···

ভোলা। আমার দায় পড়েছে !

অচলা। শান্তি ! সত্যিই আমি তোমার মা। কিন্তু—কিন্তু ··

শান্তি। কিন্তু আবার কি ? বাবা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ? সে জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেব না মা ! আমাকে খুঁজতে খুঁজতে বাবা নিশ্চয়ই এখানে আস্‌বে। আমাকে নিয়ে যেতে চাইবে। তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি কখ্‌খনো যাবো না। মা ! আমার যে একটা মা আছে, একথা তো এতদিন কেউ বলেনি ? (জড়াইয়া ধরিল)

অচলা। না, না, তা হতে পারে না। শীগ্‌গীর শান্তিকে নিয়ে যাও বাবা ! আমার মাথা ঘুরছে। সত্যিই যদি তিনি এখানে আসেন ? তিনিও যদি বিশ্বাস করেন—ঠিক সেইরূপ একটা মতলব করে, শান্তিকে এখানে এনে আট্‌কে রেখেছি ? না, না, তা' হতে পারে না। আজই আমি কাশীতে ফিরে যাবো। শান্তি ! আমাকে ছেড়ে দে ! আমি তোর কেউ নই। তোর কাকা মিছে কথা বলেছে······

শান্তি। (জড়াইয়া ধরিয়া) মা! আমাকে তাড়িয়ে দিও না···

অচলা। (হাত ছাড়াইয়া) না, না, আমি তোর মা নই—তোর মা নই—তোর মা মরে গেছে—আমি পতিতা! আমি অস্পৃশ্যা! দুনিয়া! দুনিয়া!

ভোলা। এইরে আবার খেপ্‌লো··· (দুনিয়ার প্রবেশ)

দুনিয়া। কি দিদিমণি?

অচলা। শীগ্‌গীর একখানা ট্যাক্সি ডাক্—এখুনি ষ্টেশানে যাবো······

দুনিয়া। দুটি বাবু আসিয়েছেন ·····

শান্তি। আমার বাবা আর পিশেমশাই এসেছেন বুঝি? বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। এবার দেখ্‌বো মা তুমি কোথায় যাও··· (দুনিয়ার প্রস্থান)

অচলা। বাবা! এখন উপায়?

ভোলা। বড্ড লজ্জা করছে? ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে? আচ্ছা, যা' তা'হলে ওই ঘরের ভেতর যা বেটি! আমিই এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। তুমিও আমার কাছে থাকো দিদিমণি!

শান্তি। ইস্‌······ (অচলার সঙ্গে ঘরে ঢুকিল)

(বিনয় ও মদমত্ত অবস্থায় মদনবাবুর প্রবেশ)

মদন। না, না, বিনয়। আজ আর কিছুতেই শুন্‌বো না। আমার টাকা পছন্দ হবে, আর আমাকে পছন্দ হবে না? অচলা! অচলা!

(ভোলাকে জড়াইয়া ধরিল)

দুঃশালা। অচলার কি দাড়ি গজিয়েছে? তুমি কে বাবা দেড়ে-অচলা?

(ক্রুদ্ধভাবে অচলার প্রবেশ)

অচলা। বিনয়!

বিনয়। আমার কোনো দোষ নেই দিদিমণি! আমাকে জোর করে টেনে এনেছে। আমি চলে যাচ্ছি··· (প্রস্থান)

অচলা। ছেড়ে দাও বাবা! আমি ওকে একটা কুকুরের মত গুলি করবো—(রিভলবার ধরিল)

ভোলা। মা হয়ে পুত্র-হত্যা করিসনে মা…

মদন। হাঁ৷ মা! আমি তোর অধম সন্তান—আমাকে বধ করিস্‌নে মা! অধর্ম্ম হবে—মা নামে কলঙ্ক রটবে। কেউ আর মাকে মা-ব'লে ডাক্‌বে না……

(কেশব ও রামরূপের প্রবেশ)

কেশব। শান্তি! শান্তি!

শান্তি। এই যে বাবা! (ছুটিয়া কাছে আসিল)

কেশব। একি মদনবাবু! আপনি এখানে কেন?

মদন। মা-শীতলার পায়ে পূজো দিতে এসে'ছি……

কেশব। রামরূপ! মদনবাবু সত্যিই মদ খান?

মদন। আমি তো জান্‌তাম না কেশববাবু! শুধু ভাইটি নয়, দাদাও এখানে পদধূলি দেন! সাধু-সন্ন্যাসী কেশববাবুর সঙ্গে শীতলাতলায় দেখা সাক্ষাৎ হবে—একথা কে জান্‌তো? লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছি সার্‌—আর কিছু বল্‌বেন না…নমস্কার!

(প্রস্থান)

কেশব। এই মদনবাবুর মেয়ের সঙ্গে শশাঙ্কের বিয়ে দিতে চেয়েছিলে রামরূপ? ছি ছি ছি! জীবনে এ নরকের দৃশ্য যে কখনো দেখ্‌তে হবে—তা' স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন, চলো ফিরে যাই……

রামরূপ। শান্তিকে নিয়ে চলুন……

শান্তি। না, আমি যাবো না। আচ্ছা—বাবা!

কেশব। কি শান্তি?

শান্তি। আমার যে একটা মা আছে, তা' এতদিন আমাকে জান্‌তে

দাওনি কেন ? হয় তুমি এখানে থাক্‌বে। আর, না হয়, আমার মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে, তবে আমি যাবো·· (অচলাকে জড়াইয়া ধরিল)

ভোলা। নরকেও স্বর্গ আছে বাবাজী ! দেখ্‌বার মত চোখ যদি থাকে —এখন স্বর্গের দৃশ্যও দেখো······

কেশব। শান্তি ! চল্‌ বাড়ী যাই······

শান্তি। আমার মাকে ছেড়ে কিছুতেই যাবো না আমি···কেন তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে ?

রামরূপ। (ক্রুদ্ধভাবে) শান্তি !

শান্তি। মা' আমাকে কোলে নে। ওই দেখ্‌ পিশেমশাই ! কেমন কট্‌মটিয়ে তাকাচ্ছে ! হয়তো আমাকে জোর করেই নিয়ে যেতে চাইবে। তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাবো না আমি ····

অচলা। যাও শান্তি ! সত্যিই আমি তোমার মা নই—তোমার কাকা মিছে কথা বলেছে। তোমার মা হবার অধিকার যদি আ ার থাক্‌তো—তা'হলে কারো চোখ-রাঙানি সহ্য করবো কেন ? বাবা ! আমার বুকটা বড্ড ব্যাথা করছে- দম আটকে আস্‌ছে। শীগ্‌গীর ওদের বিদেয় করে দাও। (কাঁদিয়া) ওঁদের বলে দাও - এটা আমার বাড়ী ! ইচ্ছে করলে আমিও পারি—ঠিক তেম্‌নি ভাবে তাড়িতে দিতে······ (ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল)

শান্তি। মা, মা, দরজা খোল্‌। তোর কাছেই আমি থাক্‌বো। ওই পিশেটা কাকাবাবুকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দু'দিন বাদে আমাকেও তাড়িয়ে দেবে—তখন আমি কার কাছে যাবো ?

কেশব। রামরূপ, চলো······

রামরূপ। শান্তির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে—তাকে এখানে রেখে-যাওয়া কি উচিত হবে ?

কেশব। অনুচিত কি হবে রামরূপ? মেয়ে আমার বড় হ'য়ে পতিতাবৃত্তি করবে? তা করুক! যার স্ত্রী আজ বিখ্যাত অচলা—তার মেয়ে 'কুলোজ্জ্বলা' হবেই। আর 'শান্তি' চাইনা রামরূপ! এখন চলো...

(উভয়ের প্রস্থান)

ভোলা। বাঃ, বেশ, চমৎকার! এসো দিদিমণি! এখন তুমি আর আমি, গলা ধরাধরি ক'রে খুব খানিকটা কাঁদি!

শান্তি। ওমা! মাগো—দরজা খোলো......

(দুনিয়ার প্রবেশ)

দুনিয়া। এতো কার বোরদোস্তো হোয়রে বাবা! হামার উপর রাগ করে—দিদিমণি নিজেই গেলেন টাক্‌সী বোলাতে! এখোনো খাওয়া-দাওয়া সারা হোয়নি—বাসন-কোসন মাজা হোয়নি—যাবো বল্লেই কি যাওয়া যায়? একবারটি যাওনা বাবা-ঠাকুর! দিদিমণিকে ধরিয়ে লিয়েসো...

ভোলা। পাগ্‌লী খেপেছে। তুমি একটু দাঁড়াও দিদিমণি! তোমার মাকে আমি এখানেই নিয়ে আস্‌ছি... (উভয়ের প্রস্থান)

শান্তি। (শঙ্কিতভাবে চারিদিকে ঘোরাফেরা করিয়া) এই যে, এদিকে একটা দরজা খোলা আছে। (উঁকি দিয়া) বাঃ ওটা বুঝি আমার বাবার ছবি? কেমন ফুলের মালা দিয়ে সাজানো—একটা মালা নিয়ে আসি... (প্রস্থান)

(টলিতে টলিতে মদনবাবুর প্রবেশ)

মদন। অচলা! অচলা! (দরজায় ধাক্কা দিয়া)—বুঝেছি, কেশববাবুকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করেছ। কিন্তু নীচেকার পেট্রলের দোকানে আগুন লেগে গেছে—এখুনি মজা টের পাবে...

(প্রস্থান)

শান্তি। (বাহিরে আসিয়া) একি এত গরম কেন? দম আটকে আস্‌ছে যে! ওকি? জান্‌লা বেয়ে আগুন আস্‌ছে কোত্থেকে? ওই যে বাবার ছবিটায় আগুন ধরে গেল! পুড়ে গেল, পুড়ে গেল, সব পুড়ে গেল—মা! মা! ওমা…

(ঘরে ঢুকিয়া পড়িল)

(ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। নীচেকার পেট্রলের গুদামে আগুন লেগে গেছে! শান্তি কোথায়? দিদিমণি! দিদিমণি!

শান্তি। (ঘরের ভিতরে থেকে) আমার জামায় আগুন ধরে গেছে! নিভাতে পারছিনে—উঃ মাগো! পুড়ে মলাম—পুড়ে মলাম…

ভোলা। আঁ্যা, সেকি? কোন্ দিকে? কোন্ ঘরে? ওঃ ওদিকে যে বেজায় আগুন! ধোঁয়ায় কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে! ভয় নেই, ভয় নেই দিদিমণি! এই যে আমি আস্‌ছি…

(ঘরে ঢুকিল)

(মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল—শুধু আগুনের শিখা সেই অন্ধকারকে মাঝে মাঝে আলোকিত করিতেছিল। শোনা যাইতেছিল বহুকণ্ঠের চিৎকার —"আগুন! আগুন! ফায়ার ব্রিগেড! ফায়ার ব্রিগেড্!" ঢং ঢং শব্দ ইত্যাদি।

(ব্যস্তভাবে একদিক দিয়া কেশববাবু ও অন্যদিক দিয়া অচলা ছুটিয়া আসিল)

কেশব। শান্তি! শান্তি!

শান্তি। (কাতর কণ্ঠে) বাবা!

(অচলা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া অর্দ্ধ দগ্ধ শান্তিকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিল)

কেশব। (কোলে লইয়া) শান্তি!

শান্তি। বাবা! বড্ড জ্বলে যাচ্ছে—উঃ কারা যেন জান্‌লা দিয়ে জল ছিটিয়ে দিল—আগুন নিভে গেল কিন্তু জ্বলে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে উঃ মাগো…

কেশব। নির্ম্মলা! এই জন্যেই বুঝি শান্তিকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে? আমার বুকে আগুন জ্বেলে দিয়েও তোমার তৃপ্তি হয়নি? আমার একমাত্র সান্ত্বনা—ওই একরত্তি শান্তি! তাকেও পুড়িয়ে মারলে? না জানি পূর্ব্বজন্মে কত শত্রুতাই ছিল তোমার সঙ্গে…

শান্তি। মিছেমিছি মাকে কেন বক্‌ছো বাবা? মার কি দোষ? তুমিও তো আমাকে ফেলে চ'লে গিয়েছিলে? ব'লে গিয়েছিলে—শান্তিকে আর চাই না। তুমি পিশের কথা শোনো—আমার কথা শোনো না। কেঁদ না মা! আমাকে একটু হাওয়া করো—বড্ড জ্বলে যাচ্ছে…উঃ

(অচলা কোলে লইয়া আঁচলের হাওয়া করিতে লাগিল)

(রামরূপের প্রবেশ)

কেশব। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো রামরূপ! শীগ্‌গীর ডাক্তার রায়কে নিয়ে এসো…

রামরূপ। তারচেয়ে শান্তিকেই নিয়ে চলুন না বাড়ীতে - গাড়ী সঙ্গে রয়েছে—কত সময়ই বা লাগ্‌বে? এই পতিতালয়ে 'কল্' দিলে ডাঃ রায় কি ভাব্‌বেন?

কেশব। আঃ রামরূপ! অন্যে কি ভাববে—সেই কথাটা ভেবে ভেবে নিজের অভাবটা আর কত বাড়িয়ে তুল্‌বো বলতে পার? শশাঙ্ক নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, শান্তি পুড়ে ম'লো! তবে, আর কেন? আমিও লাফিয়ে পড়ি ওই পোড়া জান্‌লার ফাঁক দিয়ে। সব শেষ হয়ে যাক্… (অচলা হাত চাপিয়া ধরিল) আঃ হাত ছাড়ো! হাত ছাড়ো—আমাকে মরতে দাও…

রামরূপ। শান্ত হোন্—শান্ত হোন্—ডাঃ রায়কে এখুনি নিয়ে আসছি আমি…

(প্রস্থান)

(দুনিয়ার প্রবেশ)

দুনিয়া। দিদিমণি! বাবা ঠাকুরের হাত পা পুড়ে ছাই হইয়ে গিয়েছে। তাকে চেনাই যাইছে না। বাঁচবার কোনো আশাই নাই। হাঁস্পতাল থেকে গাড়ী আসিয়েছে—তাকে লিয়া যাইতে। কিন্তু সে 'মা' 'মা' বলিয়ে কাঁদিছে—তোমাকে এককারটি দেখ্তে চায়··

অচলা। শান্তিকে ডাক্তার দেখাও—আমি যাই…

শান্তি। মা!

অচলা। কি শান্তি?

শান্তি। আমাকে ফেলে চ'লে যাস্নে মা! আমিও বাঁচ্বো না। তোর মুখখানা দেখ্তে ইচ্ছে করছে—এমন ক'রে তোকে তো কখনো দেখিনি আমি?

অচলা। দুনিয়া! বলে আয়—আমি যেতে পারছিনে—(থামিয়া) না, না, আমি যাচ্ছি—একটু দাঁড়া…শান্তি!

শান্তি। কি মা?

অচলা। তুই তো একটা কোল পেয়েছিস্—তার যে কেউ নেই? সেই কোলের কাঙাল মহাপুরুষই একদিন আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিল—যে দিন আমাকে দেখে সবাই মুখ ফিরিয়ে ছিল—ঘৃণায় ও অবজ্ঞায়…চল দুনিয়া!

(উভয়ের প্রস্থান)

শান্তি। মা চলে গেল? (কাঁদিল)

কেশব। কাঁদিস্নে শান্তি! আমিই হাওয়া করছি…

শান্তি। কেন তুমি আমার মা কে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? তোমার

মা ঘরে বসে ঠাকুর পূজো করবে, আর আমার মা বুঝি কেঁদে বেড়াবে পথে পথে ? উঃ বড্ড জ্বলে যাচ্ছে.. ও মা, মাগো !

কেশব। শান্তি ! লক্ষ্মীটি আমার কেঁদনা। এক্ষুনি ডাক্তার আস্‌বে —সব সেরে যাবে...

শান্তি। বাবা ?

কেশব। কি শান্তি ?

শান্তি। আমি মরে গেলে, মাকে বাড়ীতে নিয়ে যেয়ো। নইলে আমিও পথে পথে কেঁদে বেড়াবো। কলের গান বাজালেই শুন্‌তে পাবে —শান্তি কাঁদছে ! উঃ কী জ্বালা ! মা বুঝি আর আস্‌বে না। সে তার বাবাকে বেশী ভালবাসে—আমাকে তো দেখে'নি কখনো ? (কাঁদিল) বাবা ? বাবা ?

কেশব। শান্তি !

শান্তি। মাকে ডাকো, শীগ্‌গীর ফিরে আস্‌তে বলো—আমার দম আট্‌কে আস্‌ছে। চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি—মা, মা, মাগো......

(অচলা ফিরিয়া আসিল)

অচলা। শান্তি ! শান্তি ! এই যে আমি ফিরে এসেছি...একি ? শান্তি কথা কইছে না কেন ? ওকে আমার কোলে দাও...

কেশব। না, না, দেব না। রাক্ষসী ! তুই আমার শান্তিকে মেরে ফেলেছিস্‌ ! শান্তি ! শান্তি ! (কেশব শান্তিকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন)

———

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

স্থান—**কেশববাবুর কক্ষ**

কাল—**সন্ধ্যা**

দৃশ্য—টেবিলের উপর মদের বোতল ও গ্লাস লইয়া কেশববাবু বসিয়াছিলেন। পাশে দাঁড়াইয়া রামরূপ।

কেশব। শোনো রামরূপ! অচলাকে আমার বাড়িতে আন্‌তে পারবো না, কারণ সে পতিতা। কিন্তু আমি তো পতিত নই? আমি কেন যেতে পারবো না—অচলার বাড়িতে? তোমার শাস্ত্র সে-বিষয়ে কি বলেন? (মদ্যপান করিলেন)

রামরূপ। আপনি মদ খাচ্ছেন?

কেশব। হ্যাঁ, তা'তো দেখ্‌তেই পাচ্ছ। কেন খাচ্ছি, জানো? অচলার কাছে যাবো! তুমি নাকি ছেলেটাকেও তার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছ?

রামরূপ। হ্যাঁ···

কেশব। কেন?

রামরূপ। কে তাকে মানুষ করবে?

কেশব। সর্ব্বাণী তো রাজী ছিল···?

রামরূপ। সে বিষয়ে আমার আপত্তি আছে...

কেশব। কারণ সে পতিতার ছেলে! তবে আর মদ্যপানের কৈফিয়ৎ কেন চাও? অচলার কাছে যেতে হলে, চোখ দুটোকে একটু রাঙিয়ে নিতে হবে বৈকি···

রামরূপ। কিন্তু, রায় বাহাদুর কেশব রায়ের এই অধঃপতন…

কেশব। (উত্তেজিত ভাবে) অধঃপতন? কি বল্‌ছো তুমি? বংশের ছেলে মদনবাবু যে মদ খান্—পতিতার বাড়িতে যান্—কই, তাঁকে তো ঘৃণা করো না? সমাজে তাঁর মান-সম্ভ্রমও কিছু কম নয়! শশাঙ্কের সঙ্গে সেই মহাপুরুষের মেয়ে-বিয়ের ঘট্‌কালিটা তুমিই করেছিলে। বলেছিলে—মদনবাবু অতি সৎ, অতি মহৎ, অতি উদার!

রামরূপ। তাঁকে আমি ঠিক চিন্‌তাম না…

কেশব। আমাকেই বা চিন্‌তে চাও কেন? নিজের ঘরে ব'সে ঢুকুঢুকু খাবো, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অচলার বাড়িতে যাবো। আমি যে রায়বাহাদুর কেশব রায় আছি—ঠিক তাইই থাক্‌বো। তখনো লোকে বল্‌বে—অতি মহাশয়, অতি সদাশয়—জয়! রায়বাহাদুর কেশব রায়ের জয়! তাই নয় কি?

রামরূপ। এতদিনে বুঝ্‌লাম—আমিই আপনার সর্ব্বনাশের কারণ…

কেশব। বুঝলে? (হাসিলেন) কিন্তু, বড্ড দেরিতে বুঝ্‌লে রামরূপ! তোমার শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন ক'রে—আমার ভাগ্যে বিষ উঠেছে। (মদ্যপান করিলেন) এ বিষ যদি আমি না-খাই, তুমি খাবে। স্নেহের বোন্ সর্ব্বাণীর মুখের দিকে চেয়ে—আমিই খাচ্ছি। তোমাকে কেন খেতে দেবো? এটা যে বিষ—তা'তো আমি জানি।

রামরূপ। মা কাশী-বাসী হতে চাচ্ছেন। পাঁজিতে দেখ্‌লাম—আজই দিন ভাল আছে…

কেশব। হ্যাঁ, আজই রওনা হও। শুধু মাকে নয়—সর্ব্বাণীকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ, আমার অবস্থা? আর একটি দিনও, ওদের এখানে থাকা উচিত নয়…

রামরূপ। সর্ব্বাণী যাবে না…

কেশব। কেন ?

রামরূপ। আপনার স্বাস্থ্য ভালো নয়। তাতে আবার একটা নতুন অত্যাচার সুরু করলেন। এ অবস্থায় আপনাকে ফেলে…

কেশব। না, না, এটা কোনো অত্যাচার নয়—বেঁচে-থাকার চেষ্টা ! সর্ব্বাণীকে সে কথা বুঝিয়ে বলো…

(পিওন আসিয়া এক তাড়া চিঠি দিয়া গেল)

(ব্যস্তভাবে একখানা চিঠি পড়িয়া)

নাঃ, শশাঙ্ক মামার ওখানেও যায়নি…

রামরূপ। অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? যেখানেই যাক্, শীগ্গীরই ফিরে আস্বে সে।

কেশব। না-হে-না সে আস্বে না, আস্তে পারে না। সর্ব্বাণীকে স্পষ্টই ব'লে গেছে—তার বৌদিকে ফিরিয়ে না-আন্লে, সে নাকি আমার মুখ আর দেখ্বে না…

রামরূপ। আপনার সঙ্গে যে শশাঙ্ক এরূপ দুর্ব্যবহার করবে—তা' আমি ভাব্তেও পারিনি…

কেশব। কেন পারনি ? দশ বছর যে বৌকে নিয়ে সংসার করেছি—তার একদিনের পথহারানোটা যদি আমার কাছে অমার্জ্জনায় হতে পারে—আমার সেদিনকার সেই নির্ম্মম প্রহারটাই বা শশাঙ্ক কেন মার্জ্জনা করবে ?

রামরূপ। সে কি আপনাকে চেনে না ?

কেশব। আমিও কি চিন্তাম না—আমার সাধ্বী পতিগতপ্রাণা পরিবারটিকে ? আসল কথা হচ্ছে—ভিতরকার এই চেনাশোনার সঙ্গে, আমাদের বাইরের সম্বন্ধসূত্র আজ একেবারেই ছিন্ন হ'য়ে গেছে ! নীতি আর সদাচারের নামে—কতকগুলো প্রাণহীন অনুষ্ঠান ছাড়া, সমাজ আর

কি চায়? সেই সামাজিক প্রয়োজনে তোমাদের মত মূর্খ-পণ্ডিতরা চালিয়ে যাচ্ছেন শাস্ত্রানুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যা! তোমরা জানো না, বা বোঝো না—তাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কতখানি প্রাণের প্রাচুর্য্য নিয়ে—শশাঙ্ক চেয়েছিল—শাস্ত্র ও সমাজের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে! আমিই প্রমাণিত হয়েছি—একটা প্রাণহীন অমানুষ! তাই নয় কি?

রামরূপ। এখন তাহলে শশাঙ্কের ইচ্ছাই পূর্ণ করুন...

কেশব। নিশ্চয়ই করবো। তোমার ইচ্ছাও অপূর্ণ রাখ্‌বো না রামরূপ! তাই তো মদনবাবুর মত সন্ধ্যার পর একটু মদ্যপান অভ্যাস করছি। মাতাল, মদনবাবু যখন তোমার শ্রদ্ধার পাত্র—আমাকেই বা কেন অশ্রদ্ধা করবে তুমি? মদনবাবুর মেয়েকে তুমি যে-ঘরে আন্‌তে চেয়েছিলে—আমার ছেলেটাকে সে-ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মানে কি বলো তো রামরূপ?

রামরূপ। সে পতিতার ছেলে ··

কেশব। মদনবাবুর মেয়েটাও তো পতিতের মেয়ে!

রামরূপ। সেকথা তো আগেই বলেছি—স্ত্রী-রত্নং দুষ্কুলাদপি···

কেশব। নির্ম্মলার মত স্ত্রী-রত্ন কি তুমি দেখেছ কখনো? আমি যদি বলি—নির্ম্মলা যে পতিতালয়ে আছে—তার আবহাওয়া নিশ্চয়ই পবিত্র হ'য়ে উঠেছে! তুমি কি প্রতিবাদ করতে পার? (চোখ চাপিয়া ঝণ্টুর প্রবেশ) কাঁদ্‌ছিস্ কেন ঝণ্টু?

ঝণ্টু। বড়বাবু! আপনার পায়ে পড়ি—ও বিষ আপনি খাবেন না। বোতলের ও লাল জল দেখ্‌লে আমার বুকটা কেপে ওঠে!

কেশব। কেন বল্‌তো?

ঝণ্টু। আমার একটা ছোট ভাই ছিল—নিজে চাকর খেটেছি—কিন্তু, তাকে কোনো দিন পরের গোলামী করতে দিই নি। পোষ মাসের

শীতে নিজে ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপেছি, কিন্তু তাকে র‍্যাপার জড়িয়ে ইস্কুলে রেখে এসেছি। একটা পয়সা কুড়িয়ে পেলে, কোমরে গুঁজেছি—ভাইটির হাতে যা-হোক্ কিছু কিনে দেবো বলে। বড়বাবু! সেই ভাই আমার একটা পাশও দিয়েছিল—

কেশব। তারপর?

ঝণ্টু। তারপর ঢুকলো থিয়েটারে…(কাঁদিল)

কেশব। থিয়েটারে কি করতো?

ঝণ্টু। কাটা-সৈনিক সাজ্‌তো, আর নাচওয়ালী মেয়েগুলোর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতো…

কেশব। তাই নাকি? তারপর… তারপর?

ঝণ্টু। হঠাৎ একদিন দেখি, সে একটা ড্রেনের ভিতর পড়ে আছে। যাকে মাটিতে পা ছোঁয়াতে দিইনি… (কাঁদিয়া) বড়বাবু! তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁদা—কোথায় নাকি মাতলামো করেছিল, তাই পথের লোকে খুব ঠেঙিয়েছে! ঐ সেই বিষ! বড়বাবু ওই সেই বিষ…

রামরূপ। এখন সে আছে কোথায়?

ঝণ্টু। কি জানি কোথায় আছে? কেউ তার খবর বল্‌তে পারে না। তাইতো রোজ একবার ডাক-ঘরে যাই—হঠাৎ যদি একখানা চিঠিও পাই তার......

কেশব। এ বিষ আমি কেন খাচ্ছি—তা শুন্‌বি ঝণ্টু? আমার ওই রামরূপ আর শশাঙ্ক যেন না খায়। তুই খাস্‌নি বলেই তো—তোর ছোট ভাইটি খেতে শিখেছিল—খাবি একটু?

ঝণ্টু। বড়বাবু আপনার পায় পড়ি ও বিষ আপনি খাবেন না… (পা ধরিল)

কেশব। বেরিয়ে যা শুয়ার! আমি কত বাহাদুরী করেছি—

জানিস্? কৃপণের ধন শান্তিকে পুড়িয়ে মেরেছি। প্রাণের ভাই শশাঙ্ককে টুঁটি-টিপে মেরে তাড়িয়েছি। আর আমার সমাজ-হিতৈষণার মনুমেণ্ট অচলা! এ বিষ যদি আমি না খাই, তবে ওই রামরূপ খাবে! শশাঙ্ক খাবে! (মদ্য ঢালিলেন)

(রামরূপের প্রস্থান)

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। দাদা! আবার তুমি মদ খাচ্ছো?

কেশব। তোর বৌদির সঙ্গে দেখা করতে যাবো যে! (সর্ব্বাণী মদের বোতল ও গ্লাস কাড়িয়া লইল) আঃ! তোরা আমাকে বড্ডই জ্বালাতন করছিস্! কাশী যাবি কখন?

সর্ব্বাণী। আমি যাবো না। শশাঙ্কের কোনো খবর পেলে?

কেশব। আর শশাঙ্ক! ওরে সর্ব্বাণী! তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। দেখা হয়েও কাজ নেই। মানুষের মধ্যে সে আমাকে দেবতা বলেই জান্‌তো। আর সেই জানার ফলে, আমিও চেষ্টা করেছি দেবতা হতে অন্ততঃ তার কাছে...

সর্ব্বাণী। আজ সে এসে দেখ্‌বে তুমি মদ খাচ্ছ?

কেশব। সেই কথাই তো বলছি—তার সঙ্গে আর আমার দেখা হ'য়ে কাজ নেই। তাকে বলিস্—সে যেন আমাকে ঘৃণা না-করে। এ জগতে আমার সব চেয়ে লোভনীয় জিনিষ কি ছিল, শুন্‌বি সর্ব্বা? আমার পায়ের দিকে চাওয়া শশাঙ্কের শ্রদ্ধাভরা বিনীত দৃষ্টিটুকু, তাও আজ হারাতে বসেছি! তার অনুরোধে—তার বৌদির জন্যে। দে, দে, আমার মদের বোতল দে...

সর্ব্বাণী। না, দেব না। ফের যদি তুমি মদ খাবে—আমি চিৎকার ক'রে কাঁদ্‌বো—দেওয়ালে মাথা খুঁড়বো...

কেশব। হ্যাঁরে সর্ব্বা! তুই নাকি রামরূপের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্? তাকে যা'তা বলেছিস্?

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ বলেছি···

কেশব। কেন?

সর্ব্বাণী। তার বুদ্ধির দোষেই তো এমন একটা সোনার সংসার একেবারে উচ্ছন্ন গেল···

কেশব। বুদ্ধির দোষ তার নয়—আমার। মূর্খ বন্ধুর চেয়ে—বুদ্ধিমান শত্রুও ভালো। মূর্খকে যে পণ্ডিত মনে কর—সে কি সেই মূর্খের চেয়েও অনেক বেশী মূর্খ নয়? রামরূপ মনে করে—শাস্ত্রের জন্যে মানুষ! আর শশাঙ্ক মনে করে—মানুষের জন্যে শাস্ত্র! রামরূপকে পণ্ডিত মনে করেছি—আর শশাঙ্ককে মনে করেছি মূর্খ! সেকি আমার নিজেরই মূর্খতা নয়?

(রামরূপ ও জগদম্বার প্রবেশ)

জগদম্বা। বাবা কেশব! তোর মুখের দিকে চাইতে পারিনে—বুক ফেটে যায়। গাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম—তোর সঙ্গে আর দেখা করবো না। কিন্তু বাবা! এই যে শেষ-দেখা—আর তো দেখা হবে না?

কেশব। (কাঁদিয়া) মা!

জগদম্বা। কাঁদিস্‌নে বাবা। সবই ঘটেছে আমার পাপে। মহাপাপী আমি—তাইতো শান্তি পুড়ে মরলো, শশাঙ্ক ছেড়ে গেল। আর আমার সেই সতীলক্ষ্মী বৌমা! উঃ কেশব! আমি ভাব্‌তেও পারিনে···

কেশব। মা, চুপ্‌ করো—আর বলো না···

জগদম্বা। (চোখ মুছিয়া) যাবার সময় মাত্তর একটা অনুরোধ তোকে জানিয়ে যাই। 'বৌমাকে ফিরিয়ে আসিস্।' তোরা ভুল

বুঝেছিস্—ভুল করেছিস্। সেই সতীলক্ষ্মীর বুকে ব্যথা দিয়েছিস্ বলেই আজ তোর আনন্দের হাট্ ভেঙে গেল। তুইও ছন্নছাড়া হয়ে—মদ খেতে সুরু করলি···

কেশব। আর তিরস্কার করো না···

জগদম্বা। তিরস্কার নয় বাবা! আমার বুকের জ্বালা! শান্তির জন্যেও নয়, শশাঙ্কের জন্যেও নয়, শুধু বৌমার জন্যে—আজ ক'দিন আমার বুকের ভিতর যে কী তুষের আগুন জ্বলছে—তা' বাবা বিশ্বনাথ ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু তোর কষ্ট হবে ব'লে, এতদিন কিচ্ছু বলিনি। আজ আর সে মমতা করবো না। কেন মিথ্যে 'তার' ক'রে জানিয়েছিলি—'বৌমা মরে গেছে?' আমি তোদের মা নই? দুর্ঘটনার কথাটা আমার কাছেও গোপন না-রাখ্‌লে কি ক্ষতিটা হ'তো—শুনি?

কেশব। মার প্রশ্নের জবাব দাও রামরূপ!

জগদম্বা। না কেশব! আমি কোনো জবাব চাই না। যাবার সময় শুধু এই কথাটাই বলে যেতে চাই—শাস্তর যা'বলে বলুক, সমাজ যা' ভাবে ভাবুক—বৌমা আমার অসতী নয়—হতেই পারে না। আমি তাকে চিনি। সে যে আজও বেঁচে আছে—এইটাই তার সতীত্বের বড় প্রমাণ···

রামরূপ। কোথায়, কি ভাবে যে বেঁচে আছে, তা'তো আপনি জানেন না মা?

জগদম্বা। জান্‌তে চাই না। আচ্ছা বাবা-রামরূপ! যে সতীলক্ষ্মী আমার কুঁড়েঘরে পা দিতেই এত বড় একটা ইমারৎ গড়ে উঠ্‌লো। ত্রিশ-টাকা মাইনের কেরাণী কেশব মাসে হাজার টাকা উপার্জ্জন করতে লাগ্‌লো। ঘুটে-কুড়ুনীর ছেলে কেশব, যার ভাগ্যের জোরে 'রায়বাহাদুর' হলো—তার মত ভাগ্যবতী মেয়ে তুমি কখনো দেখেছ?

কেশব। মা! মা! চুপ করো...

জগদম্বা। না, চুপ করবো না। পণ্ডিত রামরূপকেও দুটো কথা বল্‌বো। বৌমার মুখের হাসি ছাড়া, চোখের জল তো কখনো দেখিনি আমি? পরকে খাওয়ানো-পরাণো ছাড়া, নিজে খেয়ে-পরে সে কখনো সুখী হয়নি! বিধবা মেয়েদের দেখ্‌লে—গায়ের গয়না খুলে রাখ্‌তো! আমি রাগ করলে বল্‌তো—'মা! এই গয়নার অহঙ্কার নিয়ে ওদের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে আমার বড্ড কষ্ট হয়।' স্বামীর সুখশান্তি কামনা ক'রে যে বৌ দু'বেলা ঠাকুর-দেবতার দোরে মাথা খুঁড়্‌তো! সে যদি পতিতা হতে পারে—তাহলে দিনরাত মিথ্যে, সংসারধর্ম্ম মিথ্যে। সে যদি পতিতা হয়—তাহলে পতিতাই সত্যি—স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্বন্ধ একটা মিথ্যে জোচ্চুরী…

কেশব। মা, মা, তুমি কাশী যাও—চলো তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি… (জগদম্বাকে লইয়া প্রস্থান)

সর্ব্বাণী। (রামরূপের কাছে গিয়া) তুমি আবার কবে ফিরবে?

রামরূপ। ফিরতে ইচ্ছে নেই…

সর্ব্বাণী। কেন?

রামরূপ। অনেক সময় ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বাণী। আমার উপর রাগ করেছ?

রামরূপ। রাগ যে করিনি, একথা বল্‌লে মিছে কথা বলা হবে। তবে হ্যাঁ, তোমার উপর রাগ করবার কোন কারণ নেই। তুমি ঠিকই বলেছ—আমার জন্যেই তোমাদের সোনার সংসারে আগুন লেগে গেছে। কিন্তু, আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে যে—এ সমস্যার মীমাংসা কি? কি অন্যায়টা আমি করেছি বলোতো? হিন্দুর ছেলে আমি—হিন্দু-ধর্ম্মে আস্থা রেখেছি—হিন্দু-শাস্ত্রকে বিশ্বাস করেছি—হিন্দুর আচার-ব্যবহারকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছি—এই তো আমার অপরাধ?

সর্ব্বাণী। কিন্তু, কেন এমন হ'লো? নিজের বুকে হাতখানা রেখে বলোতো—শুধু তোমার গোঁড়ামীর ফলেই সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল কিনা?

রামরূপ। যে কুলবধূ গুণ্ডাদের হাতে পড়ে নির্য্যাতিতা হয়েছে—এক মাসের উপর ঘর ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে—একটা অন্ত্যজ ছোটলোকের পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন-ধারণ করেছে—আমি কেমন ক'রে বল্‌বো, তাকে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌তে? না, না, তা' আমি কিছুতেই পারবো না... (যাইতেছিল)

সর্ব্বাণী। দাঁড়াও···

(সর্ব্বাণী গলবস্ত্রে পদধূলি লইল)

(রামরূপের প্রস্থান)

সর্ব্বাণী। (ডাকিল) ঝণ্টু!

নেপথ্যে। যাই দিদিমণি...

সর্ব্বাণী। শীগ্‌গীর আয় একটা কথা শুনে যা···(ঝণ্টুর প্রবেশ) শোন্ ঝণ্টু! তুই পারবি—তোকে পারতেই হবে। অচলা সেখানে নেই—কোথায় যেন উঠে গেছে গঙ্গার ধারে একটা বাড়িতে। তাকে না আন্‌তে পারলে দাদা বাঁচ্‌বে না। যে উপায়েই হোক্ তাকে খুঁজে বের করতে হবে —ধরে আন্‌তে হবে।

ঝণ্টু। এই আচলাটা কে দিদিমণি?

সর্ব্বাণী। একটা বেশ্যা! দেখ্‌ছিস্ না, দাদা তার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছে—মদের বোতল নিয়ে পড়ে আছে...

ঝণ্টু। (জিভ কাটিয়া) কী লজ্জার কথা দিদিমণি! মহাদেবের মত মানুষ! মেয়ে-ছেলের পায়ের দিকে ছাড়া মুখের দিকে তাকাতেন না··· ··

সর্ব্বাণী। সেকথা ভেবে আর লাভ নেই। এখন পোড়ারমুখী অচলাকে আন্‌তেই হবে। দুদিন লাগুক, দশদিন লাগুক—গঙ্গার ধারে খুঁজে খুঁজে তার ঠিকানাটা পাওয়াই চাই—যা তোর ছুটি······

ঝণ্টু। সে যদি আস্‌তে না চায়?

সর্ব্বাণী। মদ খেতে খেতে দাদা পাগল হ'য়ে যাচ্ছে শুনলেই আসবে। দাদাকে সে খুব ভালবাসে। এখুনি যা—দাদা যেন কিছু জান্‌তে না পারে……

ঝণ্টু। আচ্ছা, আসি তাহ'লে—ওই যে বড়বাবু এইদিকেই আস্‌ছেন…… (প্রস্থান)

(কেশবের প্রবেশ)

কেশব। (উত্তেজিত ভাবে) সর্ব্বা! তুই নাকি অচলাকে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলি?

সর্ব্বাণী। কই না—কে বল্‌লে?

কেশব। মার কাছে শুন্‌লাম। সেই কারণেই রামরূপ ভয়ানক চটে গেছে? কথা বল্‌ছিস্‌ না যে? বলি, ভেবেছিস্‌ কি তোরা? আমি তো এখনো মরিনি?

সর্ব্বাণী। বাকিও তো কিছু নেই। যেভাবে মদ খাচ্ছ—তাতে আজ না হয়, কাল মরবে! (কাঁদিয়া) আমার আর কে আছে? শশাঙ্ক এখানে নেই, মা কাশী চলে গেল—ঝণ্টুও চাকরীতে জবাব দিয়ে গেছে, এখন তুমি যদি মদ খেতে খেতে মরে যাও, আমি কার কাছে দাঁড়াবো? সেই বৌদির কাছে ছাড়া, আমার দাঁড়াবার ঠাঁই আর কোথায় আছে দাদা?

কেশব। কী! যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা? রায়বাহাদুর কেশব রায়ের বোনের দাঁড়াবার যায়গা নেই? সে যাবে একটা বেশ্যার কাছে আশ্রয় নিতে? আমি রায়বাহাদুর……

সর্ব্বাণী। সে বড়াই আর ক'রো না…

কেশব। বটে? মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্‌ সর্ব্বা! একেবারে কেটে কুচিকুচি করবো……

সর্ব্বাণী। তাহলে তো বেঁচে যাই······

কেশব। সত্যি বল্ কেন গিয়েছিলি সেখানে? (কাঁধদুটা ধরিয়া ঝাঁকিলেন)

সর্ব্বাণী। খোকাকে আন্‌তে। তোমার ভরসা তো আর করিনা—এখন খোকা এসে যদি আমার মান আর ইজ্জৎ বাঁচিয়ে রাখতে পারে···

কেশব। সে কি এসেছে?

সর্ব্বাণী। না। তার মাকে না আন্‌লে আস্‌বে না······

কেশব। বেশ তো! তা'হলে তাদের দুটোকেই নিয়ে আয়—সিঁড়ির নীচেকার চোরকুঠুরীতে লুকিয়ে রাখিস্—রামরূপ যেন জান্‌তে না পারে।

সর্ব্বাণী। চোরের মত চোরকুঠুরীতে বাস করবার জন্যে বৌদি কখ্‌খনো আস্‌বে না এবাড়িতে ·····

কেশব। তবে আর তার এসেও কাজ নেই। দে, আমার মদের বোতল দে...

সর্ব্বাণী। তোমার পায়ে পড়ি দাদা! আর মদ খেয়োনা। চোখ দুটো ভয়ানক রাঙা হয়ে উঠেছে! বড্ড ভয় করছে আমার······

কেশব। (কাঁদিয়া) ওরে সর্ব্বা! মদ না-খেলে···আমি মরে যাবো। আমাকে বাঁচ্‌তে দে—বাঁচ্‌তে দে! আজ তোর বৌদিকে আর খোকাকে ভুলে থাকতে হলে—হয় মদ খাবো, আর না হয় শাস্তির কাছে চলে যাবো। কেউ আমাকে বেঁধে রাখ্‌তে পারবে না। দে, দে—লক্ষ্মীটি আমার! মদের বোতল দে······

(সর্ব্বাণী আলমারী হইতে বোতল ও গ্লাস আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেশব বোতল ধরিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)।

২য় দৃশ্য

স্থান—বস্তীতে অচলার ঘর

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—প্রসাধনান্তে অচলা একখানা হাত-আয়নায় নিজের মুখ দেখিতেছিল ও খুব হাসিতেছিল। ঢুনিয়ার প্রবেশ।

ঢুনিয়া। ওমন কোরে হাস্‌তে লেগেছ কেনে মা?

অচলা। দেখ্‌তো কেমন সেজেছি? এখনো ঠোঁট রাঙাইনি, টিপ পরিনি...... (হাসিতে লাগিল)

ঢুনিয়া। হাস্‌তেছ কেনো? তোমার কি মাথা খারাপ হ'যে গেলো?

অচলা। লোকে আমার গান শুনেছে--নাচ দেখেনি। এবার আমি নাচ বো—বুঝ লি? ভয়ানক নাচ্‌বো!

(ঝণ্টুর প্রবেশ)

ঝণ্টু। অচলা বিবির এই ঘর?

অচলা। কেন? কি চাই তোমার?

ঝণ্টু। অচলা বিবিকেই চাই...

অচলা। চাও, চাও, আচ্ছা বসো। গান শোনাবো, নাচ দেখাবো—আর এত হাস্‌বো—যে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণটা আমার বেরিয়ে যাবে···

ঝণ্টু। পাগ্‌লী নাকি!

অচলা। আহাহা বেচারা ঘেমে উঠেছে! ঢুনিয়া শীগ্‌গীর পাখা আন্‌, বাতাস করি···

ঢুনিয়া। কি বল্‌ছো তুমি?

অচলা। হ্যাঁ, ঠিকই বল্‌ছি! দেখছিস্ না, অসভ্য জানোয়ারটা কি ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে? আমার ইচ্ছে হচ্ছে—এই দেহটা ছিঁড়ে টুকরো টুক্‌রো ক'রে ছড়িয়ে দিই—ওর সাম্‌নে! আর, ও একটা শকুনের মত খেয়ে ফেলুক! খাবি? খাবি আমাকে?

ঝণ্টু। ও বাবা! কাম্‌ড়ে দেবে নাকি? দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওসব কি বল্‌ছো অচলা বিবি? আমি কেন এসেছি তোমার কাছে—সেই কথাটা শোনো আগে…?

অচলা। কেন এসেছিস্?

ঝণ্টু। আমার বাবু তোমার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন। একবারটি যেতে হবে আমাদের বাড়িতে। কত টাকা চাও বলো…

অচলা। কে তোর বাবু? কোথায় তার বাড়ি?

ঝণ্টু। আরে বিবিসাহেব! তুমি তাকে খুব চেনো। শুনিছি—কিছুদিন আগে, তোমার সঙ্গে তাঁর নাকি একটু আস্‌নাই হয়েছিল। যার মেয়েটাকে তুমি পুড়িয়ে মেরেছ! যাকে একটু মদ খেতেও শিখিয়েছ…

অচলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটি মস্ত লোকের মেয়েকে আমি পুড়িয়ে মেরেছি বটে! কিন্তু তিনি তো মদ খেতেন না?

ঝণ্টু। মদের বোতল যে তোমাদের বাহন!

অচলা। চুপ্ কর ছোটলোক! বল্ তোর বাবুর নাম কি?

ঝণ্টু। (ক্রোধে) কী! আমি ছোটলোক? একটা বাজারের বেহুশ্তে বল্‌বে ঝণ্টু ছোটলোক! ওরে মাগী তোর মত একটা বাইজী আমার কল্‌জেটা ভেঙে দিয়েছে। আমার দুধের ভাই ভজাকে মদ খেতে শিখিয়েছে। আর তুই? আহাহা অমন রিপুজয়ী ভোলানাথ আমার বাবু! তাঁরও ধ্যান ভেঙেছিস্…

অচলা। ভোলানাথের ধ্যান ভেঙেছি? এত বাহাদুরী করেছি? শুন্‌ছিন্ দুনিয়া? আমার কেরামতি কত!

ঝণ্টু। তোদের কেরামতির অন্ত নেই। তোরা পাহাড় টলাতে পারিস্—সমুদ্রে আগুন ধরাতে পারিস! গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ে—মানুষকে আছ্‌ড়ে মারতে পারিস্…

অচলা। বাজে ব'কো না। সত্যি বলোতো—তোমার বাবু আজকাল ক'বোতল মদ খেতে পারেন?

ঝণ্টু। বোতলের কি সংখ্যা আছে বিবিসাহেব? আজকাল তাঁর এয়ার-বন্ধুবান্ধব কত! যারা পায়ের দিকে চেয়ে কথা বল্‌তে পারতো না, তারা গলা জড়িয়ে ধরে মাত্‌লামো করে। সে কথা আর কি বল্‌বো? কী সর্ব্বনাশটাই তুই করেছিস্ মাগী! কি বাবু আজ কি হয়ে গেছে! ইচ্ছে করে—এই বেহুশ্বে-জাতটাকে বস্তায় বেঁধে গোলদীঘিতে ডুবিয়ে দি…

দুনিয়া। হাঁ-করে কি শুন্‌তেছ দিদিমণি! একটা বদ্‌মেজাজী ছোটলোক তোমাকে যা' তা' বলিছে—আর তুমি তা সহ্য করিছ? দেখ্‌ পোড়ার মুখো মিন্‌সে! তোর বাবু মদ্ খাক্—জাহান্নামে যাক্—তাতে হামাদের কি? ফের যদি যা' তা' বলিবি—ঝেটিয়ে বিষ ঝাড়িয়ে দেবে!

অচলা। (আঁচল হইতে একটা টাকা দিয়া) যা, দুনিয়া খাবার নি' আয়। আগে লোকটাকে কিছু খেতে দে। দেখ্‌ছিস্ না চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। বেচারা বোধ হয় সারাদিন কিছু খায়নি…

ঝণ্টু। না, না—বেহুশ্বে বাড়িতে আমি জলস্পর্শও করবো না…

অচলা। (টাকাটা আঁচলে বাঁধিলেন) তা'হলে বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে। যার চাকর আমাকে এত ঘেন্না করে—তার বাড়িতে আমি কেন যাবো?

ঝণ্টু। বাড়িতে যাবে কেন? তোমার জন্যে তিনি একটা বাগান-

বাড়ি কিনেছেন। বড়লোকের নজরে পড়েছ—গা-ভরা গয়না প'রে, মাসোহারা যা' চাও তাই পাবে। এ বস্তীতে আর থাকতে হবে না ··

অচলা। এ সব কথা কি তিনিই তোমাকে বলে দিয়েছেন? না, তুমি নিজে বল্‌ছো?

ঝণ্টু। (স্বাগত) তাইতো! এখন কি বলি? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগো হ্যাঁ, তিনিই ব'লে দিয়েছেন। শুধু বলে দেন নি—একছড়া হার আমাকে দেখিয়েছেন—যা তাঁর আগের বৌ পরতো—প্রায় দশহাজার টাকা দাম হবে! তাও তোমাকে দেবেন। সে বৌয়ের তো আর কেউ নেই? একটা মেয়ে ছিল, তাকে'ও পুড়িয়ে মেরেছে—এখন তোমারি তো পোয়া বারো···

অচলা। গলায় দড়ি তোমার বাবুর! এক ছড়া নতুন হার গড়িয়ে দেবার ক্ষমতা নেই—মরা বৌয়ের এঁটো হার এনে বেশ্যার গলায় পরাবার সাধ! ছিছিঃ! মুখে খ্যাংরা মেরে এ জানোয়ারটাকে বের করে দেতো···ভুনিয়া!

(অচলার প্রস্থান। ভুনিয়াও ঝাঁটা আনিতে চলিয়া গেল)

ঝণ্টু। তাই তো, মাগী চটে গেল যে···এখন কি করি? শোনো শোনো অচলা-বিবি! সে সতীলক্ষ্মীর গল্প যা শুনেছি—তাতে ক'রে—ওঁর এঁটো-হারা গলায় পরবার ভাগ্যি যে তোমার হয়েছে সেই ঢের!

(ঝাঁটা হাতে হাতে ভুনিয়ার প্রবেশ)

ভুনিয়া। বাহার যাও ··

ঝণ্টু। কথনো···না···

ভুনিয়া। বাহার যাও বল্‌তেছি···

ঝণ্টু। অচলাবিবিকে না-নিয়ে, কথ্‌খনো যাবো না···

ছুনিয়া। তোবে রে—ঝাঁটা-খাগো মিন্‌সে!

(প্রহার করিতে লাগিল)

ঝণ্টু। মার্ মার্—আমাকেও মেরে ফেল্। আমার অবুঝ ভাইটাকে মেরেছিস—অমন সদাশিব বাবুকেও আধমরা করেছিস্—আমার আর বেঁচে থাক্‌তে সাধ নেই···

(অচলার প্রবেশ)

অচলা। (ধমক দিয়া) ছুনিয়া! আমি বল্‌তে পেরেছি বলেই তুই মারতে পারলি? কী আশ্চর্য্য! ঝাঁটা হাতে নিয়েও—তোর বুকটা কাঁপ্‌ল না? পরের জন্যে যার প্রাণটা এত কাঁদে, পিঠ্ পেতে—বেশ্যার মার খেতে পারে, সে কি মানুষ? দেবতার গায়ে ব্যথা দিয়েছিস্ তুই...আহা হা! (পিঠে হাত বুলাইয়া) বাবা ক্ষমা করো। ছুনিয়া তোমাকে মারেনি, আমাকেই মেরেছে। খুব লেগেছে কি?

ঝণ্টু। না, থাক—মোটেই লাগেনি। ওরে বাবা! এত গুণ না থাক্‌লে কি আর বেহুশ্যে? ঝাটাও মারবে, হাতও বুলোবে! থাক্ থাক্—আর হাত বুলিওনা বাছা! স'রে দাঁড়াও। এম্‌নি করেই আমার ভাইটার মাথা খেয়েছ তোমরা। তারই বা দোষ কি? অমন বিদ্বান বুদ্ধিমান—রায় বাহাদুর! সেই যখন···

ছুনিয়া। শুনিছো কোথা?

অচলা। তুই কি বল্‌তে চাস্—বেশ্যাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগটা মিথ্যে? জননীর জাত হ'য়ে সন্তানের অমন শুক্‌নো মুখ দেখে—কোথায় তাকে স্নেহ-মমতায় ভ'রে দিবি—তা নয়—ঝাঁটা মেরেছিস্। উঃ কী প্রাণহীন তোরা—যা' এক বাটি দুধ নিয়ে আয়···

ছুনিয়া। উনি যে ভাট্‌পাড়ার ভট্টাচার্য্যি গো! বেশ্যা বাড়ীতে জলস্পর্শ কোরবেন না···

অচলা। আচ্ছা, তুই আমার হাতে এনে দেতো—দেখি কেমন মুখ ফিরাতে পারে ··যা শীগ্গীর নিয়ে আয়···　　(দুনিয়ার প্রস্থান)

অচলা। বাবা !

ঝণ্টু। কি মা ?

অচলা। আমার হাতের এক ফোঁটা দুধ তুমি খাবে না ?

ঝণ্টু। হ্যাঁ খাবো, যদি স্বীকার করো—আমার সঙ্গে যাবে ? আমার বাবুর প্রাণটা বাঁচাবে ? বেশ বুঝ্তে পারছি—তুমিই পারবে। এত মিষ্টি যার কথা, এত ঠাণ্ডা যার হাত ! আমার বাবুকে মদ ছাড়াতে তুমিই পারবে। আমাকে ক্ষমা করো মা ! না বুঝে—তোমাকে আমি অনেক কটু কথা বলেছি···

অচলা। আমাকে তো কিছুই বলো নি—বলেছ বেশ্যাকে। আমি তো বেশ্যা নই বাবা !

ঝণ্টু। তবে তুমি কি ?

(দুধ লইয়া দুনিয়ার প্রবেশ)

অচলা। সে কথা পরে শুন্‌বে—আগে এই দুধটুকু খাও···

ঝণ্টু। আগে যাবে কিনা বলো, নইলে খাবো না...

অচলা। হ্যাঁ, যাবো···

ঝণ্টু। (হৃষ্টচিত্তে দুধ খাইয়া) মা ! তুমি বেশ্যে নও—হতেই পার না—তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কি ? কেনই বা আমার বাবু তোমার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছেন ?

দুনিয়া। কি গো ভট্টাচার্য্যি মোশাই ? তোমার জাত কোথায় থাকিলো ?

অচলা। ছিঃ দুনিয়া. তোদের জিভে কি এত বিষ ? শোনো বাবা ! তোমার বাবুর কাছে ফিরে যাও। তাঁকে বুঝিয়ে ব'লো—অচলা বিবির

মাসিক আয় এখন এত বেশী যে, তোমার মনিবের মত দু'একজন চাকর তিনি মাইনে দিয়ে রাখ্‌তে পারেন। আমার টাকার অহঙ্কার, আজকাল তোমার বাবুর চেয়ে ঢের বেশী!

ঝণ্টু। সে কি কথা মা? এই যে বল্‌লে যাবে আমার সঙ্গে···

অচলা। অবুঝ ছেলেকে ভোলাতে হলে, অমন দু, একটা মিছে কথা মাকে বল্‌তেই হয়। নইলে কি তুমি দুধটা খেতে বাবা?

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশাঙ্ক। বৌদি তোমাকে যেতেই হবে···

অচলা। না, না, আমি কখ্‌খনো যাবো না ঠাকুরপো! আমার জন্যে তিনি 'বাগান বাড়ী' কিনেছেন—আমাকে গা'ভরা গয়না দিয়ে সাজাবেন। আমি অচলা—আমি পতিতা—আমি তো তোমার নির্ম্মলা-বৌদি নই? (প্রস্থান)

ঝণ্টু। তুমি বুঝি এখানেই থাকো ছোটবাবু?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ···

ঝণ্টু। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

শশাঙ্ক। পাশের ঘরে···

ঝণ্টু। কী বিশ্রী চেহারা হয়েছে তোমার?

শশাঙ্ক। সীতা-উদ্ধার না-হওয়া পর্য্যন্ত লক্ষণের চেহারা এর চেয়েও বেশী বিশ্রী হয়েছিল রে ঝণ্টু! আহার নেই, নিদ্রা নেই, চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে—সেই ব্রতধারী মহাযোগীর মহিমাময় উন্নত চরিত্রের পাশে রামচন্দ্র কত ক্ষুদ্র! কত নিস্প্রভ!

(অচলার প্রবেশ)

অচলা। (হাসিয়া) সাধু ভাষায় বক্তৃতা শোনাচ্ছ কাকে ঠাকুরপো?

শশাঙ্ক। ঝণ্টুকে লক্ষ্য করে—তোমাকেই শোনাচ্ছি বৌদি! লক্ষণ ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন—কিন্তু প্রজারঞ্জনের নামে নারী-নির্য্যাতন সমর্থন করেননি। আমিই বা কেন করবো? চলো আজ তোমাকে যেতেই হবে। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। ঝণ্টু বল্‌ছে—দাদা নাকি তোমার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন!

অচলা। তিনি পাগল হয়ে উঠেছেন—অচলার জন্যে—একটা বেশ্যার জন্যে—আমি কেন যাবো সেখানে?

শশাঙ্ক। সে অভিমানের সময় তো আর নেই বৌদি! কলির রামচন্দ্র যখন মদ খেয়ে মাত্‌লামো সুরু করেছেন—কলির সীতা তুমি! তোমাকেও তো বেশ্যা সাজ্‌তে হবে।

অচলা। না, না, তা' আমি পারবো না ঠাকুরপো। (কাঁদিয়া) শান্তিকে পুড়িয়ে মেরেছি! আমি আর তাঁকে মুখ দেখাবো না। তুমি খোকাকে নিয়ে যাও—আমাকে মুক্তি দাও। আমি বিষ এনে রেখেছি—দোহাই তোমার, আমাকে মুক্তি দাও...

(প্রস্থান)

ঝণ্টু। উনি কে ছোটবাবু?

শশাঙ্ক। তুই কি এখনো চিনিস্‌নি?

ঝণ্টু। কি করে চিন্‌বো? আমি তো শুনিছি, তোমার বৌদি মারা গেছেন। উনিই কি সেই শান্তির মা? বড়বাবুর বিয়ে-করা বউ? উনি মরেননি?

শশাঙ্ক। না—দাদা ওকে বাড়ী থেকে তাড়িতে দিয়েছিল...

ঝণ্টু। কী সর্ব্বনাশ! তা'হলে আমার কি হবে ছোটবাবু? জিভ্‌টা খসে পড়বে যে। ওকে আমি কি-বলেছি আর কি না-বলেছি—এখন উপায়?

(অচলার প্রবেশ)

ঝণ্টু। (তাহাকে দেখিয়াই পদতলে পড়িয়া) মা, মা, আমার কি উপায় হবে মা? আমি তোমাকে চিন্‌তাম না। (কাঁদিতে লাগিল)

অচলা। কেঁদ না ঝণ্টু। তুমি তো আমাকে কিছু বলো নি, বলেছ একটা বেশ্যাকে। তোমার কোনো পাপ হয়নি। আমি বুঝেছি—তোমার মত দরদী বন্ধু আজ আর তাঁর কেউ নেই। খোকার মত—তুমিও আমার এক ছেলে! আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

(সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইল)

৩য় দৃশ্য

স্থান—**কেশববাবুর বাড়ী**

কাল—**রাত্রি**

দৃশ্য—কেশববাবু একটা সোফায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। একদল মাতাল মদ্যপান করিতেছে। তাহাদের মধ্যে মদনবাবু ও বিনয় আছে।

দেবেন। পাশা-খেলায় পাণ্ডবরা তো হেরেই গেছে! কি বলিস্ ভাই…

রমেন। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই…

অনিল। তাহলে দ্রৌপদীকে এই সভাস্থলে নিয়ে আসা হোক্। এ বিষয়ে দুর্য্যোধনের মত কি?

বিনয়। কিন্তু কে আন্‌বে? কে এনেছিলরে—বল্ না? জয়দ্রথ না দুঃশাসন? হিন্দুর ছেলে তোরা, অথচ রামায়ণখানাও ভাল ক'রে পড়িস্‌নি?

দেবেন। রামায়ণ বল্‌ছিস্ কেন? বল্—মহাভারত!

অনিল। অশোক-বনে দ্রৌপদী যখন 'হারাম' 'হারাম' বলে কেঁদেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ এসে 'হারাম-জাদা' রাবণকে গীতা শুনিয়েছিলেন। সুতরাং যে রামায়ণ, সেই মহাভারত!

মদন। আঃ! যে-হয় একজন যা না। দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ক'রে টেনে আন্। তারপর—বস্ত্র-হরণ করতে আমিই পারবো…

কালি। দেখুন্ মদনবাবু! ও কুমতলবটি ত্যাগ করুন। সাপের লেজ মাড়াবেন না।

রমেন। সাপের লেজ কথাটার মানে?

কালি। কেশববাবু অসম্ভব মদ খেয়েছেন। জ্ঞান হারিয়ে মড়ার মত পড়ে আছেন। যে মেয়েটি গাড়ী করে এই মাত্তর এখানে এসেছে—পাশের ঘরে ব'সে কাঁদ্‌ছে—সে অচলা নয়। কেশববাবুর বোন্ সর্ব্বাণী! তার গায়ে হাত দিলে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে…

মদন। কে তোকে বল্‌লে সে অচলা নয়? অচলাকে পাঁচশো দিন দেখেছি আমি! সেই অচলাই তো আজ আমাদের দ্রৌপদী! নিয়ে আয় দ্রৌপদীকে…

কালি। আমি আবার বল্‌ছি—তোমরা এ কুমতলবটি ত্যাগ করো—মাতলামো করছো করো কিন্তু খবরদার! ভদ্রমহিলার গায়ে হাত দিওনা! ভয়ানক বিপদে পড়বে…

অনিল। ও শালা বুঝি বিকর্ণের পার্ট বল্‌ছে…

দেবেন। ওর কানটা ধরে বের ক'রে দেতো?

(বহু কণ্ঠে 'যা শালা—বেরিয়ে যা'…)

রমেন। অর্ডার! অর্ডার!

অনিল। শোন্ বিকর্ণ! রাজা দুর্য্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীর

বস্ত্রহরণ হবেই হবে। এটা একটা রাজসভা! জ্যেষ্ঠের সুমুখে কনিষ্ঠের এরূপ বাচালতা ব্যাসদেবেও সহ্য করেননি।

কালি। তোমাদের এটা রাজসভা নয়—পশু-সভা!

(পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল)

(বহু কণ্ঠে হাসির রোল উঠিল)

রমেন। অর্ডার! অর্ডার! শোনো এখন রাজা দুর্যোধন কি বলেন···

মদন। আমি বলি—আর কাল-বিলম্ব না-ক'রে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে এই সভাস্থলে আনয়ন করা হোক···

সকলে। নিশ্চয়ই হোক—একশোবার হোক্··

মদন। কে যাবে?

বিনয়। আমিই যাচ্ছি···

(প্রস্থান)

মদন। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ অভিনয়টা যদি মহাভারতের মত একখানা ধর্ম্মগ্রন্থে—অশ্লীল বিবেচিত না হ'য়ে থাকে—আমাদের এখানেই বা কেন হবে?

অনিল। নিশ্চয়ই হবে না···

রমেন। কিন্তু ভায়া! একটা কথা আছে···

অনিল। কি?

রমেন। এটা ইংরিজি-শিক্ষার যুগ! এ যুগে যদি কেষ্ট-ঠাকুর এসে দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ না-করেন, তাহলে আমরা সবাই যে একেবারে লজ্জায় মরে যাবো··

দেবেন। লজ্জার চেয়ে, বিপদটাই বেশী হবে মনে হচ্ছে···

মদন। কিসের বিপদ? কেশববাবু তো অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পার্ট-নিয়েছেন? চোখ চেয়ে কিছুই দেখ্‌তে পাবেন না···

(সর্ব্বাণীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানিতে টানিতে বিনয়ের প্রবেশ।)

সর্ব্বাণী। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—পশুর দল! আমার দাদা কি বেঁচে নাই? তাঁকে তোরা মেরে ফেলেছিস্ বুঝি?

মদন। অন্ধ-ধৃতরাষ্ট্রের একটু 'ওভারডোজ' হয়ে গেছে পাঞ্চালী! ওই দেখো—ধ্যানমগ্ন-মহাযোগী একেবারে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে আছেন। পুত্রস্নেহের ওভারডোজে মহাভারতেও ঠিক ওই অবস্থা!

অনিল। তা'হলে, এখন বস্ত্রহরণ আরম্ভ হোক···

(বিনয় অঞ্চল ধরিয়া টানিতে লাগিল)

সর্ব্বাণী। সত্যই কি আমার দাদা মরে গেছে? দাদা! দাদা! ওরে পশু, আমাকে একবারটি ছেড়ে দে—আমি দেখে আসি—দাদা বেঁচে আছে কিনা?

অনিল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হচ্ছে সুন্দরী! এখন দাদা, দাদা, বলে কেঁদে আর লাভ কি?

দেবেন। লজ্জা-নিবারণ শ্রীমধুসূদনকে ডাকো। হরিহে দীনবন্ধু! কৃপাসিন্ধু! অনাথের নাথ! নারীর লজ্জা নিবারণ করো···

সর্ব্বাণী। কি উপায় করি? দাদা নিশ্চয়ই মরে গেছে! কে আমাকে এই পশুদের হাত থেকে রক্ষা করবে? দাদা! দাদা! (কেশবের পদতলে পড়িয়া গেল)

অনিল। (গাহিল)

কোথা দীনবন্ধু! কৃপাসিন্ধু! হে শ্রীহরি!
তোমায় ডাকিহে নাথ—ওহে অনাথের নাথ!
বিবসনা লজ্জায় মরি (হায় কি করি)
হরি তাঁত বোনো হে!

(আঁড়াল থেকে লুকিয়ে হরি)
(জোলার মত জোড়ায় জোড়ায়)
তুমি না জোগালে শাড়ী, বিধবা হয় সধবা-নারী !
(গিরি-গোবর্দ্ধনধারী) (ত্রিপুরারী-মনশ্চারী)
(যাজ্ঞসেনীর হৃদ্-বিহারী !)

(শশাঙ্ক ও অচলার প্রবেশ)

শশাঙ্ক। (অর্দ্ধ-বিবস্ত্রা সর্ব্বাণীকে কেশবের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া) একী ! দিদি এখানে কেন ? কে ওকে এখানে এনেছে ?

দেবেন। কেষ্ট-ঠাকুর এলেন দেখ্ছি। কলিকালেও কেষ্ট-ঠাকুর আসেন তাহলে ? হরিহে দীনবন্ধু !

মদন। পাশা-খেলায় পাণ্ডবরা হেরে গেছে ! তাই দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হচ্ছে……

শশাঙ্ক। বস্ত্রহরণ ? মাতাল !

(মদনের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া—চোখে মুখে ঘুসি চালাইতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেই পালাইল)

মদন। ওরে বাপ্রে ! মেরে ফেল্লে রে—তোরা সব কোথায় গেলি—আমাকে রক্ষে কর……

রমেন। বাবা—শ্রীকেষ্ট ! আমি কিন্তু তোমার পরমভক্ত বিদুর ! আমাকে কিছু বলোনা বাবা……

অচলা। কি করছো ঠাকুরপো ! ছেড়ে দাও। মরে যাবে যে… মাতালকে মারতে নেই…ছিঃ !

(হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল—সর্ব্বাণী উঠিয়া কাছে আসিল।)

(মদন ও রমেনের প্রস্থান)

সর্ব্বাণী। শশাঙ্ক! আগে দাদাকে দেখ্। সে বোধ হয় মরে গেছে……

শশাঙ্ক। বেশ হয়েছে—তার মরাই উচিত!

সর্ব্বাণী। (কাঁদিয়া) বৌদি! এলেই যদি দাদার প্রাণটা থাকতে কেন এলেনা?

অচলা। (হাসিয়া) মাতাল তো দেখোনি ঠাকুরঝি! তোমার এ ভাগ্যবতী বৌদি অনেক দেখেছে। তোমার দাদা আজ মরেনি। মরবে—কাল। যখন শুনবে—তোমার এই অপমানের কথা! ছিছিছি—কেন এখানে এসেছিলে, বলো তো?

সর্ব্বাণী। আজ দু'দিন দাদা বাড়িতে ফেরেনা।

অচলা। বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন তোমার দাদার প্রাণটা যদি চাও—তা'হলে ভুলে যাও, এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে! তিনি যেন কিছুই জানতে না পারেন……

শশাঙ্ক। বৌদি? আমার ইচ্ছে করছে—দাদাকে আমিই মেরে ফেলি—তার আর বেঁচে-থাকা উচিত নয়……

অচলা। সে কেরামতিটা আর নাইবা করলে। এখন তোমার দিদিকে নিয়ে পাশের ঘরে যাও—আমিই তোমার দাদাকে সুস্থ করি। এখানে জল আছে…

(ঘরের কোণের একটা কুঁজো হইতে জল আনিল।
শশাঙ্ক ও সর্ব্বাণী বাহির হইয়া গেল।)

(অচলা কেশবের নিকটে আসিয়া—একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চোখ মুছিল। শিয়রে বসিয়া চোখে মুখে জল দিতে লাগিল।)

কেশব। কে—কে—কে তুমি? (দেখিয়া) তুমি? তুমি এখানে কেন?

অচলা। পতিতা এসেছে মাতালের পাশে—ওতে এত বিস্ময়ের কি কারণ আছে ?

কেশব। অচলা !

অচলা। বলো নির্ম্মলা। অচলা-নামটা তোমার জন্যে নয়······

কেশব। এটা ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ি···

অচলা। সে-প্রমাণ একটু আগেই পেয়েছি। চুপ্ ক'রে রইলেন কেন ? ভদ্র-গৃহস্থ মহাশয় কি বল্‌তে চান্—বলুন ?

কেশব। নিজের ঘরে মদ খেয়ে পড়ে-থাকায় অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু......

অচলা। কিন্তু পতিতা কেন এসেছে সেখানে ? তাই তো জিজ্ঞাসা করছো ? কেন আন্‌তে পাঠিয়েছিলে ? নির্ম্মলার সেই দামী হারছড়া নাকি অচলার গলায় পরিয়ে দেবার জন্যে—পাগল হ'য়ে উঠেছ ?

কেশব। কে বল্‌লে ?

অচলা। যাকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলে···

কেশব। কে সে ?

অচলা। তোমার বিশ্বাসী চাকর-বন্ধু···

কেশব। ঝণ্টু বুঝি ? বন্ধুই বটে ! হারামজাদাকে আমি জুতিয়ে লম্বা করবো—কোথায় সে ?

অচলা। তাকে পাঠাওনি ?

কেশব। কক্ষখ্‌নো না। ঝণ্টু ! ঝণ্টু !

(অপরাধীর মত আসিয়া দাঁড়াইল)

কে তোকে পাঠিয়েছিল অচলাকে আন্‌তে ? কথা বলছিস্ না যে ? হারামজাদা !

(পায়ের শ্লিপার হাতে তুলিলেন)

অচলা। থাক্—থাক্—খুব বাহাদুর তুমি! বুঝ্‌তে পেরেছি—তুমি পাঠাওনি—সে নিজেই গিয়েছিল। যে চাকর তার মনিবের চেয়েও বেশী বুদ্ধি রাখে—নিজের বুদ্ধি খরচ ক'রে—যে তার নির্ব্বোধ মনিবের প্রাণরক্ষা করেছে—জাত-মান বাঁচিয়েছে, তার পুরস্কার তোমার পায়ের জুতো নয়—আমার গলার এই হার···(হার দিয়া) ঝণ্টু! তুমি এখন যাও এখান থেকে।

(হার হাতে লইয়া প্রণাম করিয়া ঝণ্টুর প্রস্থান)

কেশব। একটা পতিতাকে বাড়িতে এনে ঢুকিয়ে, ঝণ্টু আমার জাত-মানের উচ্চবেদীর ওপর পঙ্কপ্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে···

অচলা। আবার বল্‌ছি শোনো। প তিতা এসেছে একটা হীন মাতালের কাছে। যার আত্মসম্মান বোধ নেই, জাতমান-রক্ষার সামর্থ নেই। তুমি যেদিন মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে—আমিও সে দিন আবার ফিরে যাবো পতিতালয়ে···

কেশব। আমি মদ খাওয়া ছাড়বো না অচলা!

অচলা। আবার বল্‌ছি—আজ আমি অচলা নই—নির্ম্মলা! নির্ম্মলার স্বামী মদ খেতো না? তুমি কেন খাবে? মদের বোতল-গ্লাস ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দেবো এ ঘর থেকে। তারপর দেখ্‌বো—তুমি কোথায় মদ পাও···

কেশব। নির্ম্মলা! সত্যিই কি তুমি পতিতা নও?

অচলা। তোমার বুদ্ধির ঘট রামরূপকে জিজ্ঞাসা করো। নিজের প্রয়োজনে—শাস্ত্র আর সমাজকে উপেক্ষা করতে, আমিও চাইনা। আমার দাবী—'মদ ছেড়ে দাও—খোকাকে কোলে নাও।' অচলা সেজে এখুনি চলে যাচ্ছি এখান থেকে···

কেশব। খোকাকে নিলেই তো তোমাকে নেওয়া হবে?

অচলা। না, তা' হবে না। সে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক! তার পিতৃত্ব

অস্বীকার করো না। অধর্ম্ম হবে—অন্যায় হবে! মহাপাপে ডুবে, ধ্বংস হ'য়ে যাবে……

(নেপথ্য হইতে রামরূপের কণ্ঠস্বর শোনা গেল)

রামরূপ। না, না, পাপীষ্ঠা আমার পা ছেড়ে দে। তুইও পতিতা, তুইও অস্পৃশ্যা…

কেশব। পাশের ঘরে কে চিৎকার করছে?

অচলা। রামরূপ!

কেশব। কেন?

(ভীষণ ক্রুদ্ধমূর্ত্তিতে রামরূপের প্রবেশ)

রামরূপ। মাতাল! মদ খেয়ে শুধু একটা বাজারের বেশ্যাকে ঘরে আনো নি। নিজের বোন্‌কে পর্য্যন্ত……ছিছিছি!

কেশব। তুমি কি বল্‌ছো রামরূপ! তোমার কথা তো কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে! সর্ব্বাণীর কি হয়েছে? সে কি করেছে?

রামরূপ। বুঝ্‌তে পারছ না? পাঁচজন এয়ার-বন্ধু-বান্ধব ডেকে এনে—নিজের বোন্‌কে নিয়েও যে মাত্‌লামো করতে পারে—সে কি মানুষ? সাধু সেজে আমার কাছে লুকোনো চল্‌বে না কেশববাবু! সবই শুনেছি আমি। যাক্‌গে—সে আলোচনার প্রয়োজন আর নেই। একদিন যে কারণে, আপনাকে বাধ্য করেছিলাম—আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে—ঠিক সেই কারণে, আমার স্ত্রীকেও ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি আমি—নমস্কার! (প্রস্থানোদ্যত)

কেশব। (হাত ধরিয়া) রামরূপ! সত্যিই আমি বুঝ্‌তে পারছি না—কি হয়েছে? কেন তুমি সর্ব্বাণীকে ত্যাগ করবে? তার অপরাধ কি?

রামরূপ। বুঝিয়ে দেব?

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশাঙ্ক। না। আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও···

কেশব। শশাঙ্ক! তুইও এসেছিস্? বল্—বল্—কেন রামরূপ সর্ব্বাণীকে ত্যাগ করতে চায়? কি অপরাধ করেছে সে?

শশাঙ্ক। কোনো অপরাধ করেনি। অপরাধী ওই ভট্‌চায্যি! সবার আগে ওর অপরাধের বিচার করতেই আমি এসেছি এখানে···

রামরূপ। আমার অপরাধের বিচারক তুমি?

শশাঙ্ক। নিশ্চয়ই। যে চরিত্রবান মহাপুরুষকে আজ তুমি মাতাল বলে ঘৃণা করছো—যাঁর নৈতিক অধঃপতনের জন্যে নির্ম্মম তিরস্কার করছো—তার জন্যে দায়ী কে?

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

রামরূপ। উচ্ছৃঙ্খল যুবক! দায়ী তুমি···

কেশব। আঃ! কেন যে তোরা ঝগড়া করছিস্—সে কথাটা কি আমাকে বল্‌বি না? এই যে সর্ব্বা! তুইও এসেছিস্? সত্যি বল্‌তো—কেন রামরূপ তোর উপর এতখানি চটে গেছে?

সর্ব্বাণী। তোমাকে খুঁজ্‌তে এসেছিলাম এখানে। তুমি তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে? একদল মাতাল আমাকে অপমান করেছে···(কাঁদিল)

কেশব। (চম্‌কিয়া) অপমান করেছে? তোকে?

রামরূপ। হ্যাঁ, আপনার বোন্ আজ একটা নীচ-কুলটা! মাতালের উপভোগ্যা বারবিলাসিনী? (কেশব কানে আঙুল দিলেন)

শশাঙ্ক। সাবধান রামরূপ! তোমার জিভ্ টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌বো···

কেশব। উত্তেজিত হয়োনা শশাঙ্ক! শান্ত হও। আচ্ছা রামরূপ! কাশী যাবার সময় আমি তো তোমাকে বারবার অনুরোধ করেছি—সর্ব্বাণীকে নিয়ে যাও। কেন সে অনুরোধ রাখোনি?

রামরূপ। আপনার স্বাস্থ্যের ওজুহাত দেখিয়ে আপনার বোন ই তো হলেন না।

কেশব। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে বলো, সর্ব্বাণীই আগে তোমাকে ত্যাগ করেছে। একটা মাতালের কাছে থেকে নিজের শুভাশুভের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছে। তাকে ত্যাগ করবার এ অহঙ্কার কেন দেখাতে এসেছ রামরূপ ?

রামরূপ। তবু সে আমার শাস্ত্রমতে বিবাহিতা পত্নী! তার শুভাশুভ চিন্তার অধিকার আমার আছে···

কেশব। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত! তোমার পতিত্বের দাবা আজ যাচাই ক'রে নেবে এই মাতাল-কেশব! (গলার চাদর দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া) সর্ব্বাণীকে তুমি ত্যাগ করবে? একদিন তুমিই আমাকে বাধ্য করেছিলে—(অচলাকে দেখাইয়া) ওই পতিপ্রাণা সতীলক্ষ্মীকে ত্যাগ করতে। আর আজ আমি তোমাকে বাধ্য করবো এই নির্দ্দোষ বালিকাকে গ্রহণ করতে!

রামরূপ। আপনি আমাকে বাধ্য করবেন ?

কেশব। নিশ্চয়ই! রামরূপ! তোমার প্রাণ আছে? এই সর্ব্বস্বান্ত মাতালকে ছেড়ে সর্ব্বাণী কেন কাশীতে যেতে চায়নি—তা জানো? তার প্রাণটা তাকে যেতে দেয় নি। আর তুমি? আমাকে মাতাল ক'রে চারটি মাস কাশীতে গিয়ে বসে ছিলে—মাতালের সংসর্গ ত্যাগ করেছিলে!

রামরূপ। আপনার মাও তো···

কেশব। চুপ করো পণ্ডিত! মার কথা মুখে এনো না। তার অভিমান যে কত বড় তা' আমি জানি। যে মার মনে চিরদিন অহঙ্কার ছিল—তাঁর কেশব কখনো মিছে কথা বলে না—তোমারি পরামর্শে তাঁকে আমি প্রতারণা করেছি। ছ'টি বছর নির্ম্মলার গৃহত্যাগের কথা গোপন রেখেছি। জীবনে যদি তিনি আর আমার মুখদর্শন না-করেন, তবুও বিস্মিত

হবো না। আর তুমি? তুমি আমাকে মাতাল ব'লে ঘৃণা করছো—আমার বোন্‌কে কুলটা ব'লে ত্যাগ করবার ভয় দেখাচ্ছ! তোমাকে...(চাদরটা সজোরে মোচড়াইতে লাগিলেন)

রামরূপ। উঃ উঃ! আমার বড্ড লাগ্‌ছে। ছেড়ে দিন্‌---এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি···

কেশব। কোথায় যাবে? তোমাকে আমি বাধ্য করবো এখানে থাক্‌তে। আজ একা কেশববাবু মদ খাবে না। তার সঙ্গে ব'সে—তোমাকেও খেতে হবে—এসো এদিকে···

রামরূপ। এ কী অত্যাচার!

সর্ব্বাণী। ছেড়ে দাও দাদা!

কেশব। বলিস্‌ কি, চলে যাবে যে!

সর্ব্বাণী। যেখানে ইচ্ছে—যেতে দাও···

কেশব। এ দেশ ছেড়েই পালাবে—ওর কি প্রাণ আছে? ও কি মানুষ?

সর্ব্বাণী। প্রাণহীন-মানুষের জন্যে তো সংসার-ধর্ম্ম নয় দাদা! চলো আমরা খোকাকে আর বৌদিকে নিয়ে, শাস্ত্র আর সমাজের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। নতুন-সংসার তৈরী করি। যেখানে মানুষের জন্যে মানুষের প্রাণ কাঁদে—মানুষ—মানুষকে ভালবাসে, ভক্তি করে! স্নেহ আর মমতার বাঁধনে পরস্পরকে আমরণ বেঁধে রাখ্‌তে চেষ্টা করে···

শশাঙ্ক। পায়ের ধুলো দে দিদি! (প্রণাম করিয়া) তা'হলে আর কেন ভট্‌চায্যি! তুমি এখন এসো! ওকে ছেড়ে দাও দাদা! মিছেমিছি কেন আর···

কেশব। না, না, তা হতে পারে না। ওকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না···

অচলা। (নিকটে আসিয়া) রামরূপ! তোমার শাস্ত্র কি শুধু এই প্রাণহীন দেহটাকেই চেনে? তোমার সমাজ কি মনে করে—মেয়েগুলো নিষ্প্রাণ মোমের পুতুল—যে একটু উত্তাপ লাগ্‌লেই গলে যায়? তুমি যদি সর্ব্বাণীর দেহটাকেই তোমার স্ত্রী ব'লে বুঝে থাকো—তাহলে সত্যিই সে আজ তোমার অস্পৃশ্যা! কিন্তু তা'তো নয় রামরূপ! মানুষ কি বনের পশুর মত দেহ-সর্ব্বস্ব হতে পারে? মানুষের প্রাণের দাবীটাই কি বড় নয়?

রামরূপ। তাহলে কি বুঝ্‌বো শাস্ত্র মিথ্যে, সমাজ মিথ্যে?

শশাঙ্ক। শাস্ত্রও মিথ্যে নয়, সমাজও মিথ্যে নয়—মিথ্যে তুমি! কারণ তুমি হচ্ছো—শাস্ত্র ও সমাজের পচে-যাওয়া বিকৃত রূপ! যে মানুষ শাস্ত্র রচনা করেছে, সমাজ পড়ে তুলেছে—তারা কখনই তোমার মত প্রাণহীন ছিল না।

কেশব। (কাঁদিয়া) রামরূপ! সর্ব্বাণীকে ত্যাগ ক'রে চলে যেও না। তার 'প্রাণের দাবী' উপেক্ষা করো না। তা'হলে চিরদিন আমার মত জ্বলে পুড়ে মরবে। শেষে বোতল-বোতল মদ ঢেলেও প্রাণের এ আগুণ নিভাতে পারবে না ভাই! নিভাতে পারবে না ··(জড়াইয়া ধরিলেন—রামরূপ নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ।)

যবনিকা